NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নোবেল শান্তি: অসহায় জাতিসংঘের হয়ে নোবেল কমিটির ক্ষমা প্রার্থনা

মালদায় এক সেবামূলক কর্মসূচিতে তৃণমূলকে তুলোধোনা শুভেন্দুর ৬

কলকাতা ২০ অক্টোবর ২০২৪ ৩ কার্তিক ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.10.2024, Vol.18, Issue No. 128 8 Pages, Price 3.00

সোমবার ফের একবার জুনিয়র ডাক্তারদের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

অনশন প্রত্যাহার করা নিয়েও দিলেন বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ইস্যুতে অনশন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের আরও একবার আলোচনার প্রস্তাব দিল রাজ্য সরকার। আগামী সোমবার বিকাল পাঁচটায় নবান্নে বৈঠকে বসার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে কলকাতার ধর্মতলায় চিকিৎসকদের অনশন মঞ্চে পৌঁছন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। মুখ্যসচিবের ফোন মারফতই অনশনকারীদের বার্তা পাঠান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবারই সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা। বৈঠকের পর জুনিয়র চিকিৎসকদের জানিয়েছেন, সোমবার পর্যন্ত সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ওই সময়ের মধ্যে সাড়া না মিললে মঙ্গলবার হাসপাতালে হাসপাতালে সর্বাত্মক ধর্মঘট হবে। সেই ধর্মঘট পালন করবেন সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারেরা। আর ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই অনশন মঞ্চে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন মুখ্যসচিব ।

তিনি বলেন, 'তোমাদের অনশন তুলতে অনুরোধ করছি। তোমরা আলোচনায় বোসো। আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি। প্রায় সব ক'টিই দাবি পূরণ হয়েছে। ৩-৪ মাস সময় দাও। হাসপাতালগুলিতে নির্বাচন করাব। দয়া করে অনশন প্রত্যাহার করো। কাজে যোগ দাও।'

ফোনে জুনিয়র চিকিৎসকদের কাছ থেকে দশ দফা দাবি শুনতে চান তিনি। তবে আট দফা দাবি শোনান জুনিয়ররা। দ্রুত ও স্বচ্ছ বিচার, স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণ, রেফারেল ব্যবস্থা, ফাঁকা বেডের খতিয়ান, হাসপাতাল সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে আপত্তি, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মতো আট দফা দাবির কথা উল্লেখ করেন আন্দোলনকারীরা। বাকি দু-দফা দাবি বৈঠকের টেবিলে বলবেন বলেই জানান চিকিৎসকরা।

জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি মেটাতে রাজ্য সরকার যে তৎপর, তা বার বার বলেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্রুত ও স্বচ্ছ বিচারের বিষয়টি যে বর্তমানে আর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে নেই, তা জানান মুখ্যমন্ত্রী। সিভিক ভলান্টিয়ারের বদলে রাজ্য সরকারি হাসপাতালগুলিতে পুলিশ মোতায়েনের ক্ষেত্রে মূল বাধা নিয়োগ তা জানান। ওবিসি কাঁটায় নিয়োগ আটকে রয়েছে বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৩-৪ মাস সময় চেয়ে নেন। মমতা আরও জানান, প্যানিক বাটন, সিসিটিভি-সহ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনার কাজ চলছে। তবে আন্দোলনকারীদের মূল দাবি স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে অপসারণ করা যে সম্ভব নয়, তা পরিষ্কার আন্দোলনকারীদের জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ খতিয়ে দেখে তবেই ভবিষ্যতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেই আশ্বাস দেন তিনি। তবে বার বারই মমতার অনুরোধ, 'অনশন প্রত্যাহার করুন।' 'দিদি'র আশ্বাসের পর কী সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা, সেটাই এখন দেখার।

প্রসঙ্গত, সোমবারের মধ্যে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা না নিলে এবং তাদের দাবি না মানলে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হবে স্বাস্থ্য ধর্মঘট বলে শুক্রবার রাতে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা। এর পাশাপাশি জুনিয়র চিকিৎসকরা আরো বলেছিলেন, এই ক-দিনের মধ্যে যদি কোনও ঘটনা ঘটে তার জন্য দায়ী থাকবে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী। কখনও মুখ্যমন্ত্রীকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ আবার কখনও হুমকির সুরে দাবিদাওয়া আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকে। যদিও আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করছেন এই আন্দোলনটি এখন পুরোপুরি বাম ও অতিবাম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই কোনও সিদ্ধান্ত এখন একক নিতে পারছেন না আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা বাধ্য হচ্ছেন তা গ্রহণ করতে।

এদিকে শুক্রবার রাতে জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকদের বৈঠক ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ওই বৈঠকে সূত্রের খবর অনুযায়ী এই আন্দোলন কত দিন চলবে এবং এতে তাদের পড়াশোনার কি রকম ক্ষতি হচ্ছে তা নিয়েও কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা হয়। অর্থাৎ আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা তারা যে এই আন্দোলন থেকে বেরোবার পথ খুঁজছেন এদিনের বৈঠকে তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। যদিও শুক্রবার রাতে বৈঠক শেষ হওয়ার পর একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করেন জুনিয়র আন্দোলনরত চিকিৎসকরা। রবিবার মহাসমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে ধর্মতলা অনশন মঞ্চে। রবিবার বড়ো সমাবেশ হবে ধর্মতলায়। তবে সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আচমকা উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকারীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে যেমন বাধ্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই, ঠিক একই পদ্ধতিতে শনিবার দুপুরে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব এবং কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রালকে ধর্মতলার অনশন মঞ্চে পাঠিয়ে সিপিএম পন্থী চিকিৎসকদের আন্দোলন ভেস্তে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের 'মাস্টার স্ট্রোক' দিলেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

'১০ দফা দাবি তো স্পষ্ট জানেনই না মুখ্যমন্ত্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার হঠাৎই ধর্মতলার আন্দোলনকারীদের জুনিয়র ডাক্তারদের মঞ্চে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলান আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। যদিও, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই কথোপকথনের পর জুনিয়র ডাক্তাদের মনে হয়েছে তিনি হয়ত জানেনই না ঠিক কোন-কোন দাবি নিয়ে সরব হয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সাংবাদিক বৈঠক করে সে কথাও জানান তাঁরা। এই ঘটনায় আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়েছেন এই ঘটনায় কষ্ট পেয়েছেন তাঁরা। বস্তুত, এ দিন যখন ফোনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র চিকিৎসকরা কথা বলেন সেই সময় তিনি প্রশ্ন করেন 'তোমাদের কী কী দাবি রয়েছে আমাকে একবার বলো তো'। সম্ভবত, জুনিয়র ডাক্তারদের এখানেই প্রশ্ন, এতদিন ধরে দশ দফা দাবি নিয়ে তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ সেই বিষয়টিই জানেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অনশনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অনশনকারী ডাক্তার রুমেলিকা কুমার বলেন, 'খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে ও খুব বেদনাদায়ক ভাবে আমরা যখন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছি যে আমাদের কিছু সুস্পষ্ট দশটি দাবি আছে। আমাদের মনে হল উনি জানেন না দশটা কী দাবি। এখান থেকে প্রশ্ন উঠছে, আমাদের দশ দাবি নিয়ে বারংবার সোচ্চার হয়েছি, তাঁদের মেইল করেছি, একই দাবি করতে করতে গিয়েছি। তারপরও ৭১ দিন পর আমাদের কেন শুনতে হচ্ছে মাননীয়া জানেন না দাবিগুলি কী? তাহলে কি তাঁকে দাবি জানানো হচ্ছে না?'

পন্থের ইমেলে 'শর্ত'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমরণ অনশন' তুললেই সোমবারের বৈঠক হবে নবান্নে। জুনিয়র ডাক্তারদের পাঠানো ইমেলে এমনই জানালেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ইমেলে মুখ্যসচিব জুনিয়র ডাক্তারদের জানিয়েছেন, অনশন প্রত্যাহার করে ২১ অক্টোবর নবান্নে বৈঠকে যোগ দিন।

স্বাস্থ্য ও জীবন বিমায় এবার উঠছে জিএসটি

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: জীবন ও স্বাস্থ্য ও বিমার প্রিমিয়ামে এবার পণ্য ও পরিষেবা কর (গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স বা জিএসটি) তুলে দেওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগোল কেন্দ্র। সূত্রের খবর, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিগোষ্ঠী বা 'গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স'। যা তৈরি করেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে চিঠি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। সেই চিঠি দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তা কার্যকর করার পথে কেন্দ্রীয় সরকার। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীই বিমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে চিঠি দিয়েছিলেন কেন্দ্রকে। এমনটাই দাবি তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের।

শনিবার, ১৯ অক্টোবর বৈঠকে বসেন মন্ত্রিগোষ্ঠীর সদস্যেরা। সেখানেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক আধিকারিকের কথায়, 'মন্ত্রিগোষ্ঠীর সদস্যেরা এই দুই বিমার ক্ষেত্রে কিস্তির হার কমানোর পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। তবে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জিএসটি কাউন্সিল।'

সূত্রের খবর, প্রবীণ নাগরিক ছাড়া অন্যান্য গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা কভারেজের স্বাস্থ্য বিমায় জিএসটি মকুবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, মন্ত্রিগোষ্ঠীর সদস্যেরা প্রবীণ নাগরিক ছাড়া অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা কভারেজের স্বাস্থ্য বিমায় জিএসটি মকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে ৫ লক্ষ টাকার বেশি কভারেজের স্বাস্থ্য বিমায় ১৮ শতাংশ জিএসটি কার্যকর হবে। অন্যদিকে, বর্তমানে জীবন বিমার টার্ম পলিসি ও পারিবারিক ফ্লোটার পলিসির ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ জিএসটি রয়েছে। এটাও কমিয়ে আনা বা মকুব করার ব্যাপার বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই মন্ত্রিগোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি। তিনি বলেন, 'জিওএমের প্রতিটা সদস্য আমজনতাকে স্বস্তি দিতে চায়। আমরা প্রবীণ নাগরিকদের উপর বেশি করে নজর রাখছি। চূড়ান্ত রিপোর্ট জিএসটি কাউন্সিলের কাছে জমা করা হবে। তার পর কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেবে।'

জীবন ও স্বাস্থ্য বিমায় জিএসটি কমানোর দাবি দীর্ঘ দিন ধরেই উঠছে। এই পরিস্থিতিতে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ১৩ সদস্যের জিওএম তৈরি করা হয়। সূত্রের খবর, অক্টোবরের শেষে রিপোর্ট জমা করবে এই মন্ত্রিগোষ্ঠী।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এক ডজন বিমানে বোমা হামলার হুমকি

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: বিমানে বোমা হামলার আতঙ্ক কাটছে না। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় এক ডজন বিমানে বোমা রাখা রয়েছে বলে এল হুমকি ফোন। শনিবার ইন্ডিগোর ৫টি বিমান বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। এমন হুমকি ফোন কলের জেরে জরুরি অবতরণ করানো হয় ৩টি বিমানের। গত এক দিনে এখনও পর্যন্ত ইন্ডিগো ও আকাশা এয়ারের ১০টি বিমান এই হুমকি ফোন পেয়েছে বলে খবর।

উৎসবের মরশুম চলছে দেশে। এই সময়ে লাগাতার হুমকি ফোনে উদ্বেগ ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। উদ্বিগ্ন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকও। রিপোর্ট বলছে, সোমবার থেকে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৭০টি বিমান এই হুমকি ফোন পেয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগ বিমানকেই করতে হয়েছে জরুরি অবতরণ। শনিবার সকালে বিমানে বোমা থাকার হুমকি ফোন পায় জয়পুর থেকে দুবাইগামী এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। দ্বারভাঙা-দিল্লি স্পাইসজেটের বিমানেও বোমা রাখা রয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। দুই বিমানে বোর্ডিং হয়ে যাওয়ার পর, ফের যাত্রীদের নামানো হয় বিমান থেকে। শুরু হয় তল্লাশি। যদিও কোনও বিমানেই সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

ইন্ডিগোর তরফে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, মুম্বই থেকে ইস্তানবুলগামী ৬ই১৭ ও ৬ই১১ বিমানে বোমা থাকার বার্তা পাওয়া গিয়েছে। বিমানে থাকা যাত্রীদের সুরক্ষাই আমাদের সর্বাধিক অগ্রাধিকার। দুপুরে জয়পুর বিমান বন্দরে জরুরি অবতরণ করে আরও একটি বিমান। হুমকির জেরে এখনও পর্যন্ত দিল্লি বিমানবন্দরে ৩টি বিমান জরুরি অবতরণ করেছে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার থেকে লাগাতার হুমকিবার্তা আসছে বিভিন্ন সংস্থার বিমানগুলিতে। তার জেরে কোনওটি বাতিল করতে হয়েছে। কোনও বিমানকে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে ছত্তিশগড়ের এক কিশোরকে হেপাজতে নিয়েছে মুম্বই পুলিশ। তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাও। তবে যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তাঁদের চিহ্নিত করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে, কারণ ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) ব্যবহার করছে অপরাধীরা। যে এক্স হ্যান্ডলগুলি থেকে এই হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে সেগুলি চিহ্নিত করতে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (১৪সি), ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (সার্ট-ইন) একযোগে কাজ করছে।

ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের 'কোপে' ঝাড়খণ্ড পুলিশের ডিজি

রাঁচি, ১৯ অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গের পরে এ বার ঝাড়খণ্ড। ভোটের আগে আবার বিরোধী শাসিত রাজ্যের পুলিশের ডিজিকে দায়িত্ব থেকে সরানোর দৃষ্টান্ত তৈরি করল নির্বাচন কমিশন। শনিবার কমিশনের তরফে ঝাড়খণ্ড পুলিশের কার্যনির্বাহী ডিজি অনুরাগ গুপ্তকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাচক্রে, লোকসভা ভোটের আগে গত মার্চে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে একই ভাবে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। তবে ভোটপর্ব মিটতেই জুলাইয়ে তাঁকে ডিজি পদে ফিরিয়ে এনেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মতোই ঝাড়খণ্ডের ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি বিরোধীরা। কার্যনির্বাহী ডিজি অনুরাগ ক্ষমতাসীন জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি জোটের 'ঘনিষ্ঠ' বলে অভিযোগ করেছিল সে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, এর আগে নির্বাচনে অনুরাগের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ উঠেছিল। সম্ভবত, সে কারণেই এই পদক্ষেপ। ৮১ আসনের ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় প্রথম দফায় ৪৩টি আসনে ভোট হবে আগামী ১৩ নভেম্বর। দ্বিতীয় দফায় ৩৮টি আসনে ২০ নভেম্বর। গণনা আগামী ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভার সঙ্গেই। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন 'মহাগঠনবন্ধন'-এর সঙ্গে মূল লড়াই বিজেপি-আজসু-জেডিইউ-এলজেপি (রামবিলাস)-র জোটের।

'সুন্দরীনি'কে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। প্যারিসে আন্তর্জাতিক ডেয়ারি ফেডারেশনের তরফে রাজ্যের ডেয়ারি সংস্থাকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হল। রাজ্যের সমবায় সংস্থার এমন সাফল্যে স্বভাবতই উচ্ছ্বসীত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দরবন এলাকার বেশ কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে 'সুন্দরীনি' নামের একটি দুগ্ধ সমবায় তৈরি করে। অল্প পরিসরে পথচলা শুরু করে সেই দুগ্ধ সমবায় ক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রায় সাড়ে ৪ হাজার মহিলা এই সুন্দরীনির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার লিটার দুধ উৎপাদন করে 'সুন্দরীনি' নামের এই দুগ্ধ সমবায় সংস্থা। একই সঙ্গে উৎপন্ন হয় প্রায় ২৫০ কেজি দুগ্ধজাত পণ্য। শুধু ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'সুন্দরীনি'র আয় ছিল ৪ কোটি টাকা।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

৪০০ তম কলকাতা ডার্বি মোহনবাগানের

ছবি: অদিতি সাহা

উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন উপনির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। শনিবার ই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। সিতাই থেকে দীপক কুমার মিশ্র (সসি), মাদারিহাট থেকে রাহুল লোহার (এসটি), নৈহাটি থেকে রূপক মিত্র, হাড়োয়া থেকে বিমল দাস, মেদিনীপুর থেকে শুভজিত রায়, তালডাংড়া থেকে অনন্যা রায় চক্রবর্তী।

কালীপুজোর আগে দুর্যোগের আশঙ্কা, প্রস্তুত রয়েছে নবান্নও

নিজস্ব প্রতিবেদন: গভীর নিম্নচাপ, ঘূর্ণাবর্ত। ফের দুর্যোগের আশঙ্কা বঙ্গে, তেমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। কালীপুজোর আগেই একের পর এক নিম্নচাপের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর কাঁপাবে এই একাধিক নিম্নচাপ। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বলছে বিশ্বের বিভিন্ন আবহাওয়া মডেলও।

এরই রেশ ধরে আগামী ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে জেলাগুলিকে সতর্ক করল নবান্ন। নবান্নের বিশেষ বৈঠকে একাধিক নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। নবান্ন সূত্রে খবর, এই বৈঠকে মুখ্য সচিবের নির্দেশ, 'এখন থেকেই আপনারা প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন। বাঁধগুলির কী অবস্থায় রয়েছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করুন।' বন্যা পরিস্থিতির জেরে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা। এবার দুর্যোগের আগেই তাই ত্রাণ মজুদ রাখার নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব।

নবান্নের বৈঠকে মুখ্যসচিবের নির্দেশ, 'প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী মজুত করে রাখুন।' উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হল নবান্নের তরফে। জেলাশাসকদের নির্দেশ মুখ্যসচিবের।

প্রসঙ্গত, ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা বলছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে মধ্য আন্দামান সাগরে ইতিমধ্যেই হাজির নতুন ঘূর্ণাবর্ত। সোমে নিম্নচাপ, বুধবারের মধ্যে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। সোজা কথায় ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না আবহাওয়া দপ্তর। বুধবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে। ঝড়-বৃষ্টিতে পাকা ধানের বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা।

অন্যদিকে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, হুগলি, কলকাতায়। বাকি জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তবে রবিবার বিকালের পর থেকে আবার বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমবে। ২১ তারিখ সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া। ২২ তারিখ থেকে ফের হাওয়া বদল, ফের বৃষ্টি।

মৎস্যজীবীদের জন্য সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা চলবে আগামী ২৬ তারিখ পর্যন্ত। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস সাধারণ এই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এবারও তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই সিস্টেম থেকে যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হবে তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলছেন না তাঁরা। এখন দেখার হাওয়ার গতিপ্রকৃতি কোনদিকে যায়।

প্রতারণার অভিযোগ কোরিওগ্রাফার রেমো ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর: প্রতারণার অভিযোগ উঠল কোরিওগ্রাফার রেমো ডি'স্যুজা এবং তাঁর স্ত্রী লিজেলের বিরুদ্ধে। মুম্বইয়ের মীরা রোড থানায় থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ। এমনই খবর শোনা গিয়েছে। অভিযুক্তদের তালিকায় রেমো-লিজেলের পাশাপাশি আরও পাঁচ জনের নাম রয়েছে বলেই খবর। তালিকায় রয়েছে। শোনা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে রেমো বা তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে অফিশিয়ালভাবে কিছু জানানো হয়নি।

রেমো-লিজেলদের বিরুদ্ধে ১১.৯৬ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সূত্রের খবর মানলে, মুম্বইয়ের মীরা রোড থানায় অভিযোগটি দায়ের করেছেন ২৬ বছর বয়সের একজন নৃত্যশিল্পী। তাঁর দাবি, মহারাষ্ট্রের একটি নাচের দল এক টেলিভিশন শোয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং তাতে জয় পেয়েছিল। এই জয়ের পুরস্কারই ১১.৯৬ কোটি টাকা। কিন্তু অভিযুক্তরা সেই দলকে নিজেদের বলে দাবি করে। পাশাপাশি পুরস্কারের অর্থও চেয়ে নেয়।

অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। রেমো, লিজেল ছাড়া বাকি অভিযুক্তদের নাম, ওমপ্রকাশ শঙ্কর চৌহান, রোহিত যাদব, ফ্রেম প্রোডাকশন কোম্পানি, বিনোদ রাউত, রমেশ গুপ্ত। এক পুলিশকর্মীর নামও নাকি এই

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে বেঙ্গালুরুতে জন্ম হয় রেমো ডি'স্যুজার। বাবা ছিলেন ভারতীয় সেনার শেফ। সেই সুবাদে বায়ুসেনার স্কুলেই রেমোর পড়াশোনা। পড়াশোনার থেকে খেলাধুলোয় বেশি ভাল ছিলেন রেমো। স্কুলজীবনে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন। ধীরে ধীরে নাচের প্রতিও তাঁর ভালবাসা জন্মায়। নাচের প্রতি প্রেমই তাঁকে মুম্বইয়ে নিয়ে আসে। বলিউডের একাধিক সিনেমা ও মিউজিক ভিডিওয় কোরিওগ্রাফার হিসেবে কাজ করেন। ক্যামেরার সামনে আসেন রিয়ালিটি শো 'ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স'-এর বিচারক হিসেবে।

স্বাস্থ্য ধর্মঘট প্রত্যাহারের আর্জি কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। আর সেই কারণেই স্বাস্থ্য ধর্মঘটের মতো 'জনবিরোধী ভাবনা' সমর্থনযোগ্য নয়। এই কারণ দেখিয়েই এবার জুনিয়র ডাক্তারদের স্বাস্থ্য ধর্মঘট প্রত্যাহারের আর্জি জানালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

শনিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল ঘোষ জুনিয়র ডাক্তারদের আর্জি জানান, 'স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ধর্মঘটের মত জনবিরোধী ভাবনা ভাববেন না। সংবিধান অনুযায়ী চিকিৎসা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। আন্দোলনকে জনগণের শত্রুর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আগে বারবার ভাবুন।' আন্দোলনের নেপথ্যে রাজনীতির যোগ যে রয়েছে তা এদিন আরও একবার উল্লেখ করতে দেখা যায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাছে তাঁর অনুরোধ, 'শকুনের রাজনীতির প্ররোচনায় আবেগকে বিভ্রান্ত হতে দেবেন না। বাম, অতি বামদের ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক মানসিকতা দূরে রাখুন।'

উল্লেখ্য, আন্দোলনের পরবর্তী রূপরেখা স্থির করতে শুক্রবার সিনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। বৈঠকের পর দেবাশিস জানান, রবিবার ধর্মতলার মঞ্চে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। ওই মহাসমাবেশে জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রত্যেককে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর সোমবার রাজ্যের প্রত্যেকটি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হবেন চিকিৎসকরা। সোমবার পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এরইমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে আলোচনায় বসতে হবে। মেনে নিতে হবে দশ দফা দাবি। অন্যথায় মঙ্গলবার সর্বাঙ্গীণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের প্রত্যেক জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকরা সামিল হবেন। তার ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবা থমকে যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওইদিন কারও প্রাণহানি হলে তার দায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে বলেই দাবি করেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা।

চালকদের বিক্ষোভে কাঁকসায় বন্ধ পরিবহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ট্যাঙ্কার চালকদের বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার রাজবাঁধ এলাকার রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার গেটের সামনে। শনিবার সকালে সংস্থার ভেতরে একটি ট্যাঙ্কার প্রবেশ করার খবর পাওয়ার পরই ট্যাঙ্করের চালকরা গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ বসেন। চালকদের বিক্ষোভের জেরে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার ডিপোতে কোনও ট্যাঙ্কার তেল লোডিং করার জন্য ঢুকতে পারেনি। এদিন শতাধিক ট্যাঙ্কারের চালক বিক্ষোভে সামিল হয়। এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

চালকদের অভিযোগ, সংস্থার কয়েকজন আধিকারিক বেশ কিছু বেসরকারি পরিবহণ সংস্থার সাথে যোগসাজশ করে বেআইনি ভাবে ট্যাঙ্কারে করে তেল পরিবহণ করার কাজ করছেন। অন্যদিকে একের পর এক ট্যাংকারের ফিটনেস ঠিক নেই বলে ট্যাংকার বাতিল করে দেওয়ার ফলে বহু চালকের রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের অভিযোগ সংস্থার উচ্চ আধিকারিকদের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই যতক্ষণ না সংস্থার আধিকারিকরা তাঁদের সমস্যার সমাধান করছেন, ততক্ষণ ওই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার ভেতরে কোনও ট্যাঙ্কার প্রবেশ করতে তাঁরা দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন।

শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান: শনিবার শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযানে নামল জামালপুর থানার পুলিশ। এদিন জামালপুর বাজারে একাধিক দোকানে হানা দেয় পুলিশ। আসন্ন দীপাবলি উপলক্ষে যাতে কোনও ব্যবসায়ী দোকানে শব্দবাজি বিক্রি না করেন, তার জন্য প্রশাসনিক ভাবে সচেতন করা হয় বিভিন্ন জায়গায় ও ব্যবসায়ীদের। পুলিশ জানিয়েছে, শব্দবাজি বিক্রি করা নিয়ে যেহেতু আইনত বারণ আছে।সেই বিষয়ে সকলকে অবগত করা হয়। একইসঙ্গে বাজারগুলিতে যে সমস্ত জায়গায় শব্দবাজি বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় এবং ব্যবসায়ীদের শব্দবাজি বিক্রি করার ক্ষেত্রে তাঁদের সতর্ক করা হয় এদিন।

কলকাতার বনেদি বাড়িতে শুরু হিন্দি ওয়েব সিরিজ 'পরিণীতা'র শুটিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ চক্রবর্তীর হিন্দি ওয়েব সিরিজ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বরাবরই একটা কৌতূহল রয়েছে। কারণ পরিচালকের এই সিরিজের প্রেক্ষাপট তাঁর বহুল প্রশংসিত বাংলা ছবি 'পরিণীতা'। যে ছবির হাত ধরে দক্ষ অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করেছিল বাংলা সিনেইন্ডাস্ট্রি। তবে এটা রিমেক ঠিক নয়। বরং সিরিজের গল্প শুরু হয়েছে সেখান থেকে, যেখানে বাবাইদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে মেহুল। অর্থাৎ, ছবিটা যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই হিন্দি সিরিজের গল্প শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি হিন্দি সিরিজ 'পরিণীতা'র কাজ শুরু করেছেন রাজ চক্রবর্তী। বর্তমানে যার শুটিং হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার এক বনেদি বাড়িতে। কোন তারকারা রয়েছেন সেটে? জানা গিয়েছে, লাবণী সরকার, অনন্যা সেন, প্রীতি অদিতি পোহাঙ্কর। তিনিও এইমুহূর্তে কলকাতাতেই রয়েছেন 'পরিণীতা'র শুটের জন্য। বাবাইদার ভূমিকায় ঋত্বিক চক্রবর্তীর পরিবর্তে দেখা যাবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে। মেহুলের দুই বান্ধবী হিসেবে রয়েছেন প্রীতি এবং অনন্যা। এছাড়াও বিশেষ চরিত্রে থাকছেন সুমিত ব্যস। তুলিকা বসুর পরিবর্তে মেহুলের মায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে লাবণী সরকারকে।

জানা গেল, কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় শুটিং হবে। লোকেশন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে শৈলশহর দার্জিলিংকেও। গত জুলাই মাসেই গঙ্গার ঘাটে 'পরিণীতা'র ফার্স্ট লুকের কাজেই শুটিং শুরু হয়েছিল। তার পর পরিচালক বনাম ফেডারেশন দ্বন্দ্বর জন্য সম্ভবত সাময়িক বন্ধ থাকে। তবে এবার পুজোর পর থেকে প্রথম হিন্দি সিরিজের কাজ শুরু করলেন রাজ চক্রবর্তী।

শনিবার বিকেলে সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে শুভ সূচনা হল দুইদিন ব্যাপী শাস্ত্রীয় নৃত্য উৎসবের। বীরভূম অনুভবে টুলটুল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি - গুরুকুল পরম্পরা নৃত্যাঙ্গণ বিদ্যানিকেতনের এই শাস্ত্রীয় নৃত্য উৎসবের সূচনা করেন পদ্মশ্রী রতন কাহার।

জুনিয়র চিকিৎ সকদের মঞ্চে মুখর টলিপাড়ার শিল্পী-পরিচালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার রাজ্যের জুনিয়র চিকিৎ সকদের পাশে প্রথম থেকে দেখা গিয়েছে টলিপাড়ার বেশ কিছু পরিচিত মুখকে। সেই তালিকায় ছিলেন দেবলীনা দত্ত, চৈতী ঘোষাল, বিদিপ্তা চক্রবর্তী থেকে বিরসা দাশগুপ্ত -সহ আরও অনেকে। তাঁরা তোপ দাগলেন শাসক দলকে।

অনশন মঞ্চে বসে পরিচালক বিরসা বললেন, আমাদের একটাই বক্তব্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যেন এই নিরাপদ থাকেন। সমাজে থাকা মানুষের সঙ্গে যাতে কোনও অন্যায় না হয় সেটা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনেরই। এই কথাটা যে বলতে হচ্ছে এটাই তো দুর্ভাগ্যজনক বিষয়।

বিরক্ত হয়ে চৈতী জানালেন, কিছু জুনিয়র চিকিৎ সক এখানে কত দিন ধরে অনশন করছে। সেখানেই দেড় কিলোমিটার দূরে কার্নিভাল হচ্ছে। কী করে হয় এটা? তিনি বলেন, এখানে সরকারের এমন একটা অনমনীয় মুখ এটা আমাদের বাংলা দেখতে চায় না। প্রতিকার হওয়া দরকার।

অনশন মঞ্চে বসে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। তিনি বললেন, স্বাস্থ্যের জায়গার যদি এমন অবস্থা হয়। তার সুপরিকাঠামোর জন্য এমন একটা দাবি তো হবেই। সেটা মিলেমিশে করার কথা। আপনিও তো অনশন করেছিলেন। আপনারও নিশ্চয়ই ১৪ দিনের মাথায় শরীর খারাপ হয়েছিল। তাহলে এই বাচ্চাগুলোর কাছে কী করে একবার আসছেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে হাতজোড় করে অনশন মঞ্চে আসার অনুরোধ করেন দেবলীনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০শে অক্টোবর। ৩রা কার্তিক। রবি বার তৃতীয়া তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ কবি অতুল প্রসাদ সেনের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৬/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Pijush Banerjee S/o. Saroj Banerjee R/o. 163/1, Tarakeswar Pally, Bhadreswar, Hooghly-712124, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Saroj Kumar Banerjee & Saroj Banerjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মোকাম-মেদিনীপুর, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
প্রোবেট কেস নং- 34/2022
শ্রী মৃনাল কান্তি সেন ..... দরখাস্তকারী
বনাম
অনিতা সেন (দত্ত) .....প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত গোলেগ্রাম নিবাসী অধুনা মৃত **গোবিন্দ সেন প্র: গোবিন্দ চরন সেন** তাঁহার জীবদ্দশায় নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি সম্বন্ধে একটি উইল সম্পাদন মতে রেজিস্ট্রি করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত উইলে নিযুক্ত executor **শ্রী মুনাল কান্তি সেন** উল্লিখিত উইল প্রোবেট পাইবার প্রার্থনায় অত্র নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ সম্পর্কে কাহারও কোনও প্রকার আপত্তি বা বক্তব্য আদি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিন মধ্যে উপরিউল্লিখিত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া নিজ নিজ বক্তব্য আদি পেশ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে কার্য্য হইবে।

-: SCHEDULE OF ASSETS :-
Dist-Paschim Medinipur, P.S.-Debra, Mouza-Sattamali, J. L. no-59, Kh. No-21, 52

Plot no		Area
125	- Jal-	10 dec
126	- Jal-	41 dec
127	-Jal -	37 dec
152	-Nala-	19 dec
153	-Bastu(Ghar)-	30 dec
154	-Jal-	14 dec
155	-Jal-	35 dec
156	-Jal-	20 dec
157	-Danga Puratan Patit-	3 dec
158	-Jal-	9dec
159/296	-Kala-	9 dec
160	-Pukur-	46 dec
161	-Bastu (Ghar)-	22 dec
162	-Jal-	15 dec
164	-Nala-	13.5 dec
169	- Jal-	10.058 dec
227	-Pukur-	5.5 dec
248	-Danga Puratan Patit-	5 dec
251	-Jal-	12 dec
252	-Jal-	12 dec
252/276	-Jal-	5 dec
253	-Kala-	3 dec
255	-Pukur-	19 dec
256	-Pukur-	71 dec
257	-Pukurparh-	46 dec
260	-Jal-	88 dec
262	-Jal-	43 dec
265	-Jal-	16.008 dec
78	-Jal-	143 dec

Area:- 802.066 dec
অনুমত্যানুসারে
Laxman Sing
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা

শ্রী দিবাকর মুখার্জী ও শ্রী দীপঙ্কর মুখার্জী, উভয়ের পিতা মৃত বিমল কুমার মুখার্জী, সাং ও পোঃ সুবর্নপূর, থানা হরিণঘাটা, জেলা নদীয়া, পঃবঃ ৭৪১২৪৯ বিগত ইং ১৯/০৬/২০২৩ তারিখে হরিণঘাটা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে ১ নং বহি-র ২৫২০ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত (৮.২৫ শতক, জমির শ্রেণী 'বাড়ি') আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি-র ৪.৫৪ শতক আমি বিক্রয় করি। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সম্পত্তির তপশীল - জেলা নদীয়া, মৌজা সুবর্ণপূর, জে.এল. নং ৪২, আর.এস. খতিয়ান ৫৭৬, এল.আর. খতিয়ান ২৫৭৪, এল.আর. দাগ নং ১৩২-এ এক আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ০৮.২৫ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারো কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠীক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি,
শ্রী নবীন গোপাল মন্ডল
পিতা মৃত অজিত কুমার মন্ডল
সাং গাংগুরিয়া, পোঃ সুবর্ণপূর,
থানা হরিণঘাটা, জেলা নদীয়া
পঃবঃ ৭৪১২৪৯

আমমোক্তারনামা

শ্রী গুরুদাস সিংহরায়, পিতা মৃত হাজারীলাল সিংহরায়, সাং ও পোঃ সুবর্নপূর, থানা হরিণঘাটা, জেলা নদীয়া, পঃবঃ ৭৪১২৪৯ বিগত ইং ২৩/০৯/২০২২ তারিখে হরিণঘাটা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে ১ নং বহি-র ৪৪১৬ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত (০১ শতক, জমির শ্রেণী 'দোকান') আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি-র ৪৩৭.৬৯ বর্গফুট আমি বিক্রয় করি । উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সম্পত্তির তপশীল- জেলা নদীয়া, মৌজা গাংগুরিয়া, জে.এল. নং ৪৪, এল.আর. খতিয়ান ২০৬/১, আর.এস. দাগ নং ১১৪৪, এল.আর. দাগ নং ১২৯২-এ এক আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ০১ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারো কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠীক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি,
শ্রী রাজু দাস
পিতা মৃত রতিলাল দাস
সাং গাংগুরিয়া, পোঃ সুবর্ণপূর, থানা
হরিণঘাটা, জেলা নদীয়া, পঃবঃ ৭৪১২৪৯

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

আমমোক্তারনামা

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংকান্ত বিজ্ঞপ্তি এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি সন্ন্যাসী ঘোষ, পিতা মৃত লক্ষী ঘোষ, সাং ও পোঃ- জাহাঙ্গীরপুর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অর্ন্তগত ৫৪ নং সুবর্ণবিহার মৌজার আর.এস ও এল.আর ৩৬৯৩ দাগের, এল.আর ১৭১৬৩ খতিয়ান থেকে ১১.১১ শতক সম্পত্তি গত ইং ১৩/০৬/২০২২ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-৮০৮৩/২০২২ নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক সুনীল মন্ডল, পিতা মৃত বৈদ্যনাথ মন্ডল, সাং দেপাড়া, পোঃ- নদীয়া বিষ্ণুপুর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষনে মেনকা ভদ্র, স্বামী চঞ্চল ভদ্র সাং- আচার্য্য গোস্বামী পাড়া লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার ৩০/০৩/২০২৩ তারিখের A.D.S.R অফিসে ৩৫১৭/২০২৩ নং দলিলে আর.এস ও এল.আর দাগ ৩৬৯৩, এল.আর খতিয়ান ১৭১৬৩ থেকে ৬.৯০ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L & L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Kousik Das, Advocate, Krishnagar Judge's Court

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ অক্টোবর ২০২৪, ৩ কার্তিক, রবিবার

পানিহাটি এইচবি ডাউন মোড়ে ন্যায়বিচার যাত্রার সূচনা করলেন তিলোত্তমার বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে শনিবার ন্যায়বিচার যাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছিল। এদিন দুপুরে সোদপুর এইচবি টাউন মোড় থেকে সেই শুরু হয় সেই ন্যায়বিচার যাত্রা। উক্ত ন্যায়বিচার যাত্রার শুভ সূচনা করলেন তিলোত্তমার বাবা-মা। ডানলপ মোড় হয়ে শ্যামবাজার মোড় এবং কলেজ স্কোয়ার অতিক্রম করে ধর্মতলা অনশন মঞ্চের কাছে শেষ হয় ন্যায় বিচার যাত্রা। ন্যায়বিচার যাত্রার সূচনা করে তিলোত্তমার বাবা জানালেন, 'আমার মেয়ের জন্য এরা কষ্ট করছে এবং আমাদের দাবি এরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা একটা শুভ ইঙ্গিত। তাঁর সংযোজন, 'বিচারের জন্য আমাদের আরও ধৈর্য ধরতে হবে। সিবিআইয়ের ওপর আমাদের আস্থা আছে। সিবিআই কাজ করছে। ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে সিবিআই। মুখ্যমন্ত্রীর অডিও বার্তা নিয়ে তিলোত্তমার

বাবা বলেন, 'জুনিয়র ডাক্তাররা দশ দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলেন। আমি চাই, দু'পক্ষ আলোচনা করে সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলুক।' চিকিৎসকদের অনশন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'অনশন আন্দোলনের একটা শেষ পর্যায়। আমরণ অনশন মানে মৃত্যু। আমরা কখনোই এটা চাইনি। যদিও আমরা জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি।' তিলোত্তমার মা জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় বসে সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলুন।' তাঁর সংযোজন, 'মানুষ আমাদের পাশে আছে। এতে আমাদের মনের জোর বাড়ছে। তবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। কারন, আমার মেয়ের বিচার এখনও অধরা। আমার মেয়ের সঙ্গে সেদিন কি ঘটেছিল, সেটাও এখন আমি জানি না।' অপরদিকে এদিন ন্যায়বিচার যাত্রায় অংশ নিয়ে চিকিৎসক সজল বিশ্বাস বলেন, সিনিয়র, জুনিয়র চিকিৎসক ছাড়াও সাধারণ মানুষ মিছিল করতে বাধ্য হয়েছেন। কারন, বিচার পাওয়া যাচ্ছে না। অভয়ার মূল অপরাধীদের আড়াল করা হয়েছে। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের তেজ ক্রমশ বাড়বে।

জুনিয়র ডাক্তারদের অ্যাকাউন্টে এত টাকার উৎস কী? প্রশ্ন কুণালের

পাল্টা কুণালকে চোর বলে আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ২ কোটি টাকা। সেই টাকার উৎস ঘিরে উঠছে প্রশ্ন। কোথা থেকে এল টাকা? কারা আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে টাকা ঢালছে? কারা চাইছে যাতে সরকারি হাসপাতালে যাতে অস্থিরতা থাকে? সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। পালটা লেখার অযোগ্য ভাষায় তৃণমূল নেতাকে আক্রমণ করে জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি, অ্যাকাউন্টের সরকারি সমস্ত রেজিস্ট্রেশন করা আছে। আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। প্রথমে কর্মবিরতি ও পরে অনশন। পাশাপাশি রয়েছে আইনি লড়াই। তিনমাস ব্যাপী এই আন্দোলনের খরচ বিপুল। সেই টাকা জোগাতে আমজনতার কাছে হাত পেতেছিলেন আন্দোলনকারীরা। এর মধ্যেই তাঁদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে নথিভুক্তি করিয়েছে। এইচডিএফসি-র হাই কোর্ট শাখায় অ্যাকাউন্ট খুলেছে। ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত সেই অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। যা রক্তদান, স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবিরের জন্য ব্যবহৃত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, টাকা দিচ্ছে কারা? কারা চায় আন্দোলনের নামে সরকারি হাসপাতাল অস্থির থাকুক? তাতে কাদের লাভ?

শুধু তাই নয়, এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ঠিকানা হিসেবে দেখানো হয়েছে আরজি কর হাসপাতালের

কেবি হস্টেলের ঘর ৩২। সরকারি অনুমতি ছাড়া সরকারি হাসপাতালের হস্টেলের কোনও ঘর কি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ঠিকানা হিসেবে দেখানো যায়, উঠছে প্রশ্ন। কুণাল লিখেছেন, সরকারি ঠিকানায় সরকারের অনুমতি ছাড়া নথিভুক্ত এনজিও থাকে কী করে? একইসঙ্গে তাঁর দাবি, যে যে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে তা খতিয়ে দেখা দরকার। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে তদন্তের আওতায় আনা প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দরকার।

বিষয়টি নিয়ে জুনিয়র ডাক্তার দেবাশিস হালদার জানান, অ্যাকাউন্টের সমস্ত সরকারি রেজিস্ট্রেশন করা রয়েছে। ওঁর (কুণাল ঘোষ) থেকে এসব কথা শুনব না। ওঁর যদি জানার থাকে তাহলে আরটিআই করুন। এছাড়া কুণাল ঘোষকে চোর বলে ঝাঁঝালো আক্রমণ শানাল আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। ১০ দফার দাবি নিয়ে নিয়ে ধর্মতলায় আমরণ অনশনে বসেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। রিলে পদ্ধতিতে চলছে সেই অনশন। দেখতে দেখতে এই অনশন দু'সপ্তাহ পারও করেছে। ইতিমধ্যেই অনেক অশনকারী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে তাঁদের দাবি, স্বাস্থ্য ভেঙে গেলেও তাদের মন আরও দৃঢ় হচ্ছে। এরমধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট নিজেদের সংগঠনকে এনজিও হিসেবে নথিভুক্তি করিয়েছে বলে দাবি করেন কুণাল ঘোষ। একটি রিপোর্টের বরাত দিয়ে কুণাল ঘোষ দাবি করেন, ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তারদের অ্যাকাউন্টে রয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা। এই তথ্য সামনে আসতেই পাল্টা কুণাল ঘোষকে চোর বলে কটাক্ষ করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সঙ্গে এও জানান, জুনিয়র ডাক্তারেরা তাঁদের দাবিপূরণেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। চিকিৎসকদের আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়িয়ে রাজ্য সরকারকে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন। আগামী সোমবারের মধ্যে দাবিপূরণ না হলে মঙ্গলবার সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। সেই ধর্মঘট পালন করবেন সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারেরা।

চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: পুজোয় চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল এক স্থানীয় তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। আর ব্যবসায়ীকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত ব্যবসায়ীর বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সন্তান ও স্ত্রী। দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে পুজোয় সরকার অনুদান দেওয়ার পরও কীভাবে উঠছে এমন অভিযোগ, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, দমদমের সুভাষনগরের বাসিন্দা সৌমেন বর্মন পেশায় জল ব্যবসায়ী। তাঁর অভিযোগ, পুজোর সময় স্থানীয় তৃণমূলকর্মী সৌরভ আইচ ওরফে বাবুলাল তাঁর কাছ থেকে পুজো কমিটির জন্য ৫০ হাজার টাকা চায়। একইসঙ্গে তাঁর কাছে ১০০ পেটি জলও চায় বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ী জানান, তিনি তাঁর সাধ্যমতো তা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হননি সৌরভ আইচ ওরফে বাবুলাল। গত ১৩ অক্টোবর তাঁর বাড়িতে বাবুলাল চড়াও হন বলে অভিযোগ সৌমেন বর্মনের। তিনি জানান, তিনি বাড়ির বাইরে বের হলে তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধর করেন বাবুলাল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে তাঁর স্ত্রী ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সন্তান। ব্যবসায়ীকে বাঁচাতে গেলে মারধর করা হয় স্ত্রী,

সন্তানকেও। ব্যবসায়ীর স্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর স্বামী ও সন্তানকে মারধর করা হচ্ছে বলে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। তাঁর ও মেয়ের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ব্যবসায়ী বলেন, 'আমার বোবা মেয়েটাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। ও কানে শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে না।' এমনকী এখনও ওই ব্যবসায়ীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। গত ১৫ অক্টোবর এই বিষয়ে সমস্ত পদ্ধতি মেনে দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে এখনও অধরা অভিযুক্ত। অভিযোগকারী বিচারের দাবি জানাচ্ছেন। অভিযুক্ত বাবুলাল স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর অভিজিৎ মিত্র ওরফে বাপি মিত্রের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাই কি প্রশাসন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করছে না প্রশাসন সেই প্রশ্ন তুলছেন ওই জল ব্যবসায়ী। যদিও অভিযুক্ত সৌরভ আইচ ওরফে বাবুলালের দাবি, তাঁকে ওইদিন মারধর করা হয়। আর তিনি কোনও পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত নন বলেও দাবি করেছেন, ফলে চাঁদা চাওয়ার কোনও ব্যাপারই নেই।

২৫ অক্টোবরের মধ্যে ৮৯ কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬ কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন। গত মঙ্গলবার রাজ্যের ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, উপনির্বাচনের প্রায় ১৫ দিন আগেই রাজ্যে আসবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

জানা গিয়েছে, বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রায় ১৫ দিন আগেই রাজ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। ছয় কেন্দ্রের বিধানসভার উপনির্বাচনের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৮৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে রাজ্যে। আর তা আসছে আগামী ২৫ অক্টোবরের মধ্যেই। প্রথম পর্যায়ে এই বাহিনী রাজ্যে এলেও বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে মাথায় রেখে আরও বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে

কমিশন সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ৬ টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫ টিতেই জিতেছিল তৃণমূল। হাড়োয়া, মেদিনীপুর, নৈহাটি, তালড্যাংরা, মাদারিহাট এবং সিতাই- এই ছয়টি কেন্দ্রে ফের হতে চলেছে উপনির্বাচন। কেবলমাত্র আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট ছাড়া বাকি সবকটিই গত বিধানসভা নির্বাচনে ছিল তৃণমূলের দখলে।

পুরভবনে মুখ্য পুর স্বাস্থ্য অফিসারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবারই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার চিকিৎসক তপোব্রত রায়। গ্রেপ্তারির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সহকর্মীরা। শনিবার দুপুরে তাঁদের তরফে কলকাতা পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত রায় চৌধুরীর কাছে জমা দেওয়া হল স্মারকলিপি। পুরসভার চিকিৎসকদের একাংশ পুলিশের ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে ইতিমধ্যে সরবও হয়েছিলেন। শনিবার দুপুরে বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং ও বরোর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকেরা পুরসভার প্রধান কার্যালয়ে এসে পৌঁছন। উপস্থিত ছিলেন তপোব্রতও। তাঁরা পুরভবনে মুখ্য পুর স্বাস্থ্য অফিসারের ঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সূত্রের খবর, চিকিৎসকদের তরফে মূলত তিনটি দাবি জানানো হয়। তার মধ্যে যেমন কলকাতা পুলিশকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে তেমনই চিকিৎসক তপোব্রতকে আইনি লড়াইয়ে সম্পূর্ণভাবে সাহায্যের কথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে পুরসভার মেডিক্যাল টিমের হয়ে উপস্থিত ছিলেন তপোব্রত। কিন্তু অনশনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের সমর্থনে ব্যাচ পরার দায়ে তাঁকে সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করে ময়দান থানার পুলিশ। ক্ষুব্ধ পুর চিকিৎসকদের অভিযোগ, যেহেতু কর্মরত অবস্থায় তপোব্রতকে হেনস্তা করা হয়েছে সে কারণে কোনওভাবেই কলকাতা পুরসভা দায় এড়াতে পারে না। এরপরই নিজেদের ওয়েবসাইট ও সামাজিক মাধ্যমে ঘটনার নিন্দার দাবিও জানান বিক্ষুব্ধ ডাক্তাররা।

বাজি বৈধ না অবৈধ তার আগাম পরীক্ষা হবে না!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর আগে বাজি বাজার বসবে। কিন্তু সেখানে বিক্রি হওয়া বাজি বৈধ কিনা, তার আগাম কোনও পরীক্ষা হবে না। চলতি বছরে এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। সম্প্রতি বাজি ব্যবসায়ী, উৎপাদক এবং পুলিশকর্তাদের মধ্যে হওয়া বৈঠকের কার্যবিবরণীতেও এ কথাই লেখা রয়েছে। এর পরেই এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবেশকর্মী, সচেতন নাগরিক থেকে বাজি ব্যবসায়ীদের অনেকেই। তাঁদের দাবি, অন্যান্য বার পরীক্ষা হওয়ার পরেও যেখানে বেআইনি বাজির রমরমা দেখা যায়, সেখানে কোনও রকম পরীক্ষা ছাড়াই বাজি বাজার বসতে দেওয়া হচ্ছে কী ভাবে? এই সুযোগে বেআইনি, নিষিদ্ধ বাজির রমরমা কারবার ফের শুরু হবে না তো? লালবাজারের কর্তাদের যদিও দাবি, এখন দেশের অন্য জায়গার মতো পশ্চিমবঙ্গেও ১২৫ ডেসিবেলের মধ্যে শধবাজি ফাটানোর ছাড়পত্র রয়েছে।

রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার দাবিতে কালীঘাট পুলিশ স্টেশনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ। ছবি: অদিতি সাহা

জুটমিলে ঠিকাদারি প্রথা বন্ধের দাবিতে সোচ্চার কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অর্থনৈতিক মাপকাঠি মূলতঃ জুটমিলের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সরকারি উদাসীনতায় ধুঁকছে শিল্পাঞ্চলের সমস্ত জুটমিল। সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন কাজ পাচ্ছেন শ্রমিকরা। স্থায়ী শ্রমিকের বদলে ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর অভিযোগও উঠছে। জুটমিলগুলোতে ঠিকাদারি প্রথা চালানোর অভিযোগও উঠেছে শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে। শনিবার ভাটপাড়া থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে জুটমিলে ঠিকাদারি প্রথা বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন ভাটপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভে যোগ দিয়ে ভাটপাড়া শহর কংগ্রেস সভাপতি ধর্মেন্দ্র সাউ বলেন, শিল্পাঞ্চলের জুটমিলগুলো ধ্বংসের পথে। শ্রমিকদের ঠিকমতো কাজ মিলছে না। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের নেতারা মালিকের হয়ে দালালি করছেন। অধিকাংশ মিলেই মজদুর শোষণ চলছে। শ্রমিকদের মিলছে না পিএফ, গ্রাচুইটির টাকা। তাঁর আরও অভিযোগ, শাসকদলের নেতারা মিলে ঠিকাদারি প্রথা কায়েম করে রেখেছে। অবিলম্বে এই ঠিকাদারি প্রথা বন্ধ হওয়া দরকার। বহু বছর বন্ধ থাকা পেপার মিলের জমিতে ছোট কিংবা মাঝারি কারখানা গড়ে তোলার দাবি করলেন ওই কংগ্রেস নেতা। অপরদিকে জগদ্দল থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক অচিন্ত্য পোদ্দার বলেন, বাংলায় আইন-শৃঙ্খলা পুরো ভেঙে পড়েছে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন তাঁরা আইন-শৃঙ্খলা উন্নতির দাবিতে রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করলেন। প্রসঙ্গত, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, লাগাতার নারী নির্যাতন, খুন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার রাজ্যের প্রতিটি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী জগদ্দল, ভাটপাড়া, নোয়াপাড়া থানা-সহ শিল্পাঞ্চলের সমস্ত থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন।

রাজারহাটে সক্রিয় গাছ কাটার বেআইনি চক্র, জানেন না পুরপ্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: টানা দশদিন। রাজারহাটে রমরমিয়ে বেআইনি কাজ চালাচ্ছিল ওরা। পরে খবর যায় পুলিশে। সঙ্গে সঙ্গে উধাও বেআইনি ব্যবসায়ীরা। এদিকে সূত্রে খবর মিলছিল, একের পর এক গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে রাজারহাট থেকে। অভিযোগ, প্রায় দেড়শো গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এরপর সেই ঘটনার খবর যায় রাজারহাট থানার পুলিশের কাছে। ঘটনাস্থলে আসে রাজারহাট থানার পুলিশ। তাদের দেখে চম্পট দেয় গাছ কাটার কর্মীরা।

জানা যাচ্ছে, রাজারহাটের পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালিকাপুর এলাকার প্রায় তিন বিঘা জমির উপর এক এক করে দেড়শো গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। পুলিশ আসতেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়

অভিযুক্তরা। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে দড়ি, কোদাল, ইলেকট্রিক কাটার সহ গাছ কাটার সরঞ্জাম। কে বা কারা কেন এভাবে গাছ কাটছে তা জানতে তদন্তে নেমেছে রাজারহাট থানার পুলিশ। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকাবাসীদেরও।

এ বিষয়ে পাথরঘাটা পঞ্চায়েত প্রধান পিঙ্কি মণ্ডল জানান, 'এই গাছ কাটার খবর জানতাম না। আমি শোনার পরই সদস্যেদের জানাই। আর আমাদের পঞ্চায়েতের তো কোনও গাছ কাটার অনুমতিই নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে গাছ লাগানোর। পঞ্চায়েত কোনও অনুমতি দেয়নি গাছ কাটার। শুনেছি যে ওরা নাকি নিজেদের গাছ নিজেরা কাটছে। সত্যি বলতে আমি পুজো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আজই শুনলাম।'

তবে এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ স্থানীয় বাসিন্দাদের। পরে অবশ্য তাঁরা জানান, এখানে পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের ইন্ধন রয়েছে। অভিযোগের তির উঠেছে পঞ্চায়েত সদস্য কাঞ্চন মণ্ডলের ছেলে আশিস মণ্ডলের দিকেও। তবে তাঁরা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল রাজ্যের দুগ্ধ সংস্থা 'সুন্দরীনি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। প্যারিসে আন্তর্জাতিক ডেয়ারি ফেডারেশনের তরফে রাজ্যের ডেয়ারি সংস্থাকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হল। সুন্দরবন এলাকার বেশ কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে 'সুন্দরীনি' নামের একটি দুগ্ধ সমবায় তৈরি করে।

অল্প পরিসরে পথচলা শুরু করে সেই দুগ্ধ সমবায় ক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রায় সাড়ে ৪ হাজার মহিলা এই সুন্দরীনির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার লিটার দুধ উৎপাদন করে 'সুন্দরীনি' নামের এই দুগ্ধ সমবায় সংস্থা। একই সঙ্গে উৎপন্ন হয় প্রায় ২৫০ কেজি দুগ্ধজাত পণ্য। শুধু ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'সুন্দরীনি'র আয় ছিল ৪ কোটি টাকা। সুন্দরবনের এই দুগ্ধ সমবায়কে আন্তর্জাতিক ডেয়ারি ফাউন্ডেশনের 'ডেয়ারি ইনোভেশন' সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে।

শুক্রবার প্যারিসে ওই সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাংলার ডেয়ারিকে সম্মানিত করেছে। গোটা বিশ্বের মোট ১৫৩টি ডেয়ারি সংস্থা ওই সম্মানের জন্য আবেদন করেছিল।

তাদের মধ্যে সেরা নির্বাচিত হয়েছে বাংলার সুন্দরীনি। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সমবায় সংস্থার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, সুন্দরবনের মহিলাদের সাফল্যে আমরা উচ্ছ্বসিত। আমি সুন্দরীনি দুগ্ধ সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের এবং আধিকারিকদের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। রাজ্যে সরকার দীর্ঘদিন ধরেই মহিলাদের কর্মসংস্থানে উৎসাহ দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সমবায়ের এই সাফল্যকে নিজেদের সাফল্য হিসাবেই মনে করছে রাজ্য।

সম্পাদকীয়

জুনিয়র ডাক্তাররা সরকারের শত্রু নন, বরং সরকারের কাছে শাসনের দাবি পেশ করা নাগরিকদের প্রতিনিধি

এখন অনশন প্রত্যাহার করলে তা কোনও অর্থেই তাঁদের পরাজয় নয়, চাপের মুখে নতিস্বীকার করা নয়। বরং, তা পরিণতমনস্কতার প্রমাণ। এই জোরের জায়গা থেকে তাঁরা আলোচনায় ফিরলে এই কথাটিই প্রমাণ হবে যে, রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অসুখ সারাতে তাঁদের সঙ্কল্পটি সত্য; তা কোনও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক বা অন্যবিধ স্বার্থ দ্বারা চালিত নয়। সরকার ও প্রশাসনকে স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে বাধ্য করতে চান তাঁরা। অনশন তুলে নেওয়া মানে সেই দাবি থেকে সরে আসা নয়। বরং, সেই চাপের রাজনীতি থেকে সরে এসে তাঁরা একটি উচ্চতর নৈতিক অবস্থান থেকে দাবি করতে পারেন যে, অতঃপর বল সরকারের কোর্টে; বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সামনে সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে যে, ডাক্তারদের দাবি পূরণের ক্ষেত্রে সরকার কত দূর অগ্রসর হল। প্রয়োজনে প্রতি দশ বা পনেরো দিন অন্তর সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই খতিয়ান পেশ করতে হবে। বস্তুত, স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংস্কারের কাজটি একা সরকারের পক্ষে করা অসম্ভব; যাঁরা সেই ব্যবস্থার ভিতরে থেকে কাজ করেন, সেই ডাক্তারদের এই প্রক্রিয়ার শরিক হতেই হবে। সংস্কারের প্রতিটি ধাপেই যাতে চিকিৎসকদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব থাকে, তা নিশ্চিত করতেও সরকারকে বাধ্য করা যায়। সত্যিই যদি সেই সংস্কার সাধিত হয়, তবে তাতে বিপুল মানবসম্পদের প্রয়োজন। ডাক্তাররা যদি মানুষের কথা ভেবেই আন্দোলন করেন, তবে সেই মানুষের স্বার্থেই সুস্থ শরীর-মনে সংস্কারের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা কর্তব্য। বৃহত্তর কর্তব্যটি অবশ্য প্রশাসনের, এবং তার শীর্ষ নেত্রীর। গত দু'মাসে মুখ্যমন্ত্রী কত বার আন্দোলনরত ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, সে কথা ভুলে তাঁকে আরও এক বার সম্পূর্ণ সদিচ্ছার সঙ্গে এই ডাক্তারদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রশাসনের প্রতি যে গভীর অনাস্থা তৈরি হয়েছে, তা অতিক্রম করার দায়ও মুখ্যমন্ত্রীরই। স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতিটি রন্ধ্রে বাসা বাঁধা দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করার সদিচ্ছা যে তাঁর আছে, সে কথা তাঁকেই প্রমাণ করতে হবে। মনে রাখতেই হবে যে, জুনিয়র ডাক্তাররা এই সরকারের শত্রুপক্ষ নন, বরং সরকারের কাছে প্রকৃত শাসনের দাবি পেশ করা নাগরিকদের প্রতিনিধি। তাঁদের সঙ্গে শীর্ষনেত্রীর সম্পর্কটি সহযোগিতার হতেই হবে। দু'পক্ষকেই জেদ ছেড়ে সমাধানের পথে এগিয়ে আসতে হবে; গত্যন্তর নেই।

শব্দবাণ-৭৬

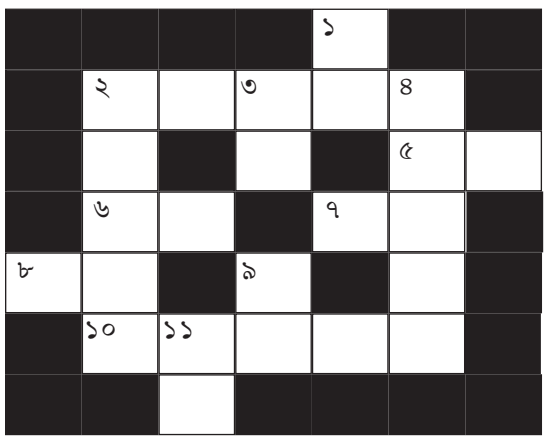

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. আমের শাখা ৫. পাণ্ডুরোগ, জন্ডিস ৬. জ্ঞানী, পণ্ডিত ৭. ম্যাজিক ৮. সাদা, শ্বেত ১০. স্বর্ণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১ বর্শাজাতীয় প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ ২. ভুলে যাওয়া ৩. উপকারক, হিতকর ৪. বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৯. আস্তানা, আড্ডা ১১. আমি।

সমাধান: শব্দবাণ-৭৫

পাশাপাশি: ১. অলক ৩. তাজ্জব ৫. লহরা ৬. ইন্দিরা ৭. আকাট ৯. ধামসা ১১. পলকা ১২. রঞ্জন।

উপর-নীচ: ১. অখিল ২. কটরা ৩. তালুই ৪. বজরা ৭. আক্ষেপ ৮. টসকা ৯. ধামার ১০. সাধন।

জন্মদিন

আজকের দিন

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়

১৯২০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট তবলাবাদক বিক্রম ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বীরেন্দ্র সেহবাগের জন্মদিন।*

নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০২৪
অসহায় জাতিসংঘের হয়ে নোবেল কমিটির ক্ষমা প্রার্থনা

তন্ময় সিংহ

'একটা ব্যথা বর্শা হয়ে মৌচাকেতে বিঁধবে কবে
সারা শহর রক্ত লহর, আশ মিটিয়ে যুদ্ধ হবে'

নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতার লাইনগুলো যেন কোভিড পরবর্তী এই নতুন দশকের যুদ্ধবাজ পৃথিবীর প্রতীক। কোন ভয় নেই, কোন লাগাম নেই, যার আছে ক্ষমতা, যার আছে সৈন্য বল সে জয় করছে, নতুন নতুন সীমানা। সেখানের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা শুধুমাত্রই ক্ষ্মকোল্যাটারেল ড্যামেজক্ষ্ম। সারা বিশ্বজুড়ে অগুন্তি ফ্রন্টে যুদ্ধ চলছে, কোথাও দুটো দেশের মধ্যে, কোথাও চারটি দেশের মধ্যে, কোথাও দেশের মধ্যকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার কোথাও জঙ্গিগোষ্ঠী গুলির সাথে। সারা পৃথিবীব্যাপী চলা আর্থিক অসাম্যকেও আরেকটা ক্রমাগত যুদ্ধ বলা যেতে পারে বেঁচে থাকার জন্য। এই পট ভূমিকায় এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হলো জাপানের সংস্থা ক্ষ্মনিহন হিডানকিওক্ষ্মকে। আসলে নরওয়েজিয়ান নোবেল শান্তি কমিটি এই যুদ্ধবাজ পৃথিবীর প্রতি তাদের নীরব আবেদন আর অসায়হতা প্রকাশ করল হিরোশিমা ও নাগাসাকি পরমাণু বোমাই বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে নিয়ে কাজ করা সংস্থাকে ২০২৪ এর নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে। বিশেষত জাতিসংঘের সার্বিক ব্যার্থতার জন্যে পরোক্ষভাবে ক্ষমা চাইলো বিশ্বজুড়ে আজকের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষের কাছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমায় যারা কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছিল এবং সারা জীবন ধরে তাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম আণবিক বোমার যে ভয়াবহ রূপ বহন করে চলেছে তাদের 'হিবাকুশা' নামে জাপানে পরিচিতি। প্রায় লক্ষাধিক বেঁচে যাওয়া মানুষ এই 'নিহন হিডানকিও' সংস্থার মাধ্যমে মূল স্রোতে ফিরে আসার চেষ্টা করেছে ও বাঁচছে। এই সংস্থাটি জাপানে যে সমস্ত সংস্থা পরমাণু বিপর্যয় আক্রান্তদের নিয়ে কাজ করে চলেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আণবিক বোমা নিক্ষেপের পরবর্তীতে, প্রথম পর্যায়ে সারা পৃথিবীতে আমেরিকা তাদের এই ভয়াবহ নৃশংসতার পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকার করায় জাতিসংঘ ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত জাপানের আণবিক বোমায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে চেপে ছিল। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি এলাকার বেঁচে যাওয়া অধিবাসীদের সম্পর্কে ভয়ের ধারণা ছিল জাপানের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মনেও। আণবিক প্রতিক্রিয়া এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিল আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষ সকলের মত।

'নিহন হিডানকিও' সংগঠনটি সারা বিশ্ব জুড়ে প্রকৃত তথ্য তুলে আনে 'লিটিল বয়' আর 'ফ্যাটম্যান' এর ধ্বংসলীলার। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সংস্থা বিবৃতি দিয়েছিল 'আমরা এখনো পর্যন্ত নীরবে মাথা নিচু করে বেঁচে আছি।' অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে ক্ষ্মহিবাকুশাক্ষ্ম রাও যে বেঁচে থাকতে সক্ষম এবং তাদের মধ্যে যে আণবিক শক্তির প্রতিক্রিয়া থেকে বাকিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার কোন ভয় নেই এটা বোঝাতেই সময় কেটে গেছে, পরবর্তী ত্রিশ বছর। জাতিসংঘ ঘুরতে এসে ১৯৭৬ সালে সংস্থার প্রতিনিধি তুলে ধরেন ধ্বংসলীলার প্রকৃত চিত্র, সংস্থার একসময়ের চেয়ারম্যান সুনাও সুবোই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সাথে দেখাও করেন। এই ছোট্ট অথচ উন্নত দেশটি আবার ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পারমাণবিক বিদ্যুৎ চুল্লিতে বিপর্যয়ের শিকার হয়। এবং পরবর্তীতে অধিকাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ আছে। সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব জুড়ে পারমাণবিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার শপথ অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের নিতে দেখা, এই উদ্দেশ্য সফল না হলেও

তাদের নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে বিশ্ব জুড়ে চলা যুদ্ধ এবং পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে আরেকবার নোবেল কমিটি স্মরণ করিয়ে দিল রাষ্ট্রনায়কদের।

ইউরোপ জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সময়ে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগের আস্ফালন। রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক পুতিন বারবার হুংকার ছাড়ছেন ইউক্রেনে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের। সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও ইউরোপের ন্যাটো ও আমেরিকার অস্ত্র সাহায্য প্রায় দু বছরের বেশি চলা এই যুদ্ধকে টিকিয়ে রেখেছে। ভারত থেকেও যুবক যুবতীরা কাজের খোঁজে গিয়ে এই দেশগুলির ভাড়াটে সেনা হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়াতেও যুদ্ধ এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। প্রতিরক্ষায় বলিয়ান ইজরায়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের জন্য রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই সীমানাবর্তী আরব দেশগুলির সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ, জঙ্গি আন্দোলন, এগুলি চলে আসছেই। গাজাতে নিজেদের প্রতিরক্ষার অজুহাতে আক্রমণ করে এক বছর ধরে প্রায় লক্ষাধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনের পর আবার লেবানন, সিরিয়া, ইরান প্রত্যেক দেশে হামলা করে তারা মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া জুড়ে বছরভর যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছে ইজরায়েল। আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকার ব্যর্থ আক্রমণ ও শাসনের পরে দেশগুলি আবার ফিরে গেছে ধর্মীয় শাসকদের হাতে সীমিত হয়েছে মানুষদের স্বাধীনতা। আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে চলছে। বিভিন্ন ছোট দেশগুলিতে পৃথিবীব্যাপী চীনের আর্থিক ফাঁস দুর্বিষহ করে দিয়েছে অর্থ ব্যবস্থা। এছাড়াও গোটা আফ্রিকা জুড়ে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর তাণ্ডব নিজেদের মধ্যে খাবারের জন্য লড়াই এবং সর্বোপরি সারা বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্য গঠিত জাতিসংঘের 'নিধিরাম সর্দার' হয়ে যাওয়া এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে সময় লেগেছিল কুড়ি বছরের মতন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লীগ অফ নেশনস ব্যর্থ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্র নায়কেরা সারা বিশ্ব জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল জাতিসংঘ বা ইউনাইটেড নেশনের। তারপরে প্রায় আশি বছরের বেশি সময় কেটে গেছে পৃথিবী বারবার রক্তাক্ত হয়েছে কিন্তু কোন বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক আশা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। আজকের দিনে ১৯৫ টি সার্বভৌম দেশ এই জাতিসংঘের সদস্য হলেও ক্ষমতা হারিয়ে শুধুমাত্র ত্রাণকার্যে সীমিত হয়ে গেছে, সংস্থাটি। নতুন শতাব্দীর এই দশকে কোভিড পরবর্তী পৃথিবীতে এসে জাতিসংঘ উদ্দেশ্য হারিয়েছে নতুন বিশ্বের শক্তি কেন্দ্র গুলির কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একক শক্তিশালী আমেরিকা কে রাশিয়া কিছুটা বেগ দিলেও সরাসরি বিশ্বের দাদাগিরির দায়িত্ব আমেরিকার হাতেই থেকেছে আজ পর্যন্ত। তারপর রাশিয়া ভেঙে যাওয়ায় আরো মজবুত হয়েছে বিশ্বজুড়ে আমেরিকার প্রভাব কিন্তু উদার অর্থনীতির হাত ধরে চীনের উন্নতি এবং কোভিদ পরবর্তী বিশ্বে প্রায় সর্বাধিক ক্ষমতাশালী দেশে পরিণত হয়ে যায় চীন। চীনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক নতুন অক্ষশক্তি যে শক্তি সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়েও কাজ কর্মের মধ্যে পরিষ্কার করে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির দেশ গুলির প্রতি তাদের অসূয়া।

এই অবস্থায় অসহায়ের মত জাতিসংঘকে দেখে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংস্থার লজ্জা নিবারণে এগিয়ে এসেছে নোবেল কমিটি। নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০২৪ আরেকবার বিশ্বের অমিত শক্তিধর দেশ গুলিকে মনে করিয়ে দিয়েছে পরমাণু বোমার ভয়াবহতা। বিশ্বজুড়ে শান্তি স্থাপন এবং আরেকটা পরমানবিক হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য এই পুরস্কার নিজেদের মনে করিয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রগুলি বিশ্বের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র । হিবাকুশার দুর্দশা অকল্পনীয়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও, সমাজ তাদের দূরে সরিয়ে রাখা সত্ত্বেও, তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের ক্ষতি এবং বেদনার সাথে বিশ্বকে পরিচিত করার জন্য যাতে সাধারণ মানুষ এবং ক্ষমতার শীর্ষে থাকা রাষ্ট্রনায়কেরা বুঝতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধ আসলে গভীর ধ্বংসযজ্ঞ। এই সংস্থা আজ সত্তর বছর ধরে সেই ক্রুসেড বিশ্বজুড়ে প্রচার করেছে, তারই ফলশ্রুতি এই 'নিহন হিডানকিও' কে নোবেল শান্তি পুরস্কার। কবির ভাষায় জাতিসংঘের অসহায়তা নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি প্রকাশ করেছে এই বলে —

'যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,যত হিংসা হলাহল...
মাথা করো নত। এ আমার এ তোমার পাপ'

বিজয়া দশমী

রথীন কুমার চন্দ

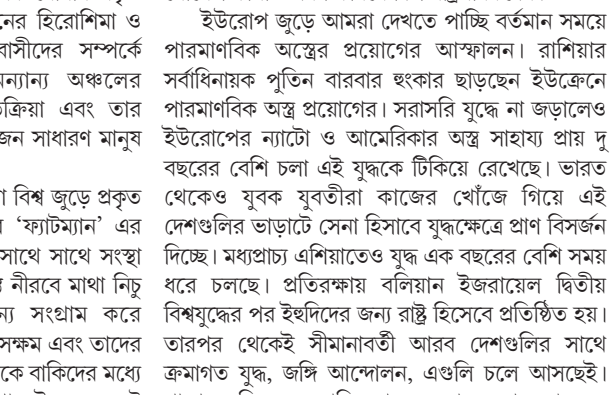

শ্রীচরণেষু/ শ্রীচরণেকমলেষু দাদু/দিদিমা/ঠাকুমা/মাসিমা, প্রথমে আমার "শুভ বিজয়া দশমীর প্রণাম নেবেন ইত্যাদিক্ষ্ম, আজকাল এই সম্বোধনের চিঠি বা পএাংকের রীতি বাতিল বা নাকচ হয়ে গেছে। দূরাভাষ যন্ত্র বা টেলিফোনের মাধ্যমে এই সম্বোধনের ধরনে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা অথবা প্রণাম জানানো শুরু হয়েছে, দিনে দিনে মানুষের পুরানো রীতি নীতি বিদায় দেওয়ার ইচ্ছায়।

বিজয়া দশমীর পর লৌকিক রীতি ফোনেই এই পর্ব সেরে ফেলা। দূরত্ব ও সময়ের অভাবের দোহাই দিয়ে আচার প্রথা ভুলতে বসেছে, দূরাভাষ নামক বিজ্ঞানের আশীর্বাদের কল্যাণে। ঘন ঘন ফোনের ঝঙ্কার, বিজয়া দশমীর প্রণাম ও আশীর্বাদের বর্ষণে মাথা ভারী হতে বাধ্য। ফোনের উপযোগিতা প্রণাম ও আশীর্বাদ আদান প্রদানের সময় মনে পরে।

টাচস্ক্রিন মোবাইলের আশীষে সমাধি পেয়েছে লৌকিকতা। তরল থেকে তরলতর হতে থাকা লৌকিকতা আজ সভ্যতার জনজালে হারিয়ে গেছে। সাথে দোসর মানসিকতার, মান্ধাতার আমলের অর্বাচীন চিন্তা ভাবনা গংগার জলে বিদায় দিয়ে, নতুন ও আকর্ষণীয় উপায়ে মানুষকে বাঁচার রসদ যোগানো। চিন্তা ভাবনার রসায়নে দ্রবন, সোসাল মিডিয়ার মেসেঞ্জার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ যোগদান করেছে।

বিজয়া দশমীর প্রণাম দেওয়া ও নেওয়ার, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা দান বা বিলোনোর একমাত্র এবং অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম এই সোশ্যাল মিডিয়ার মুখগুলি। ইমোজিন দিয়ে সাঙ্গ করা হয় প্রণাম, ভালোবাসা ইত্যাদির ষোলো আনা বাঙালিয়ানা। নিখাদ বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে সোসাল মিডিয়ার শরণাপন্ন হতে পিছপা নয় বাঙালির আগ্রাসী মনোভাব। শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছাবার্তার ভরসায় নির্ভরতা অন্তর্জালের সোসাল মিডিয়ার মাধ্যম। ওয়াই জেনারেশন সোসাল মিডিয়াকে মাথায় রেখেই বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে, কোলাকুলি থেকে শত হাত দূরে সরে গিয়ে হান্ডশেক দিয়ে এই পর্বের ইতি টানছে।

ঘরে বসে আলসে আয়াসে প্রণাম ও শুভেচ্ছাবার্তায় সম্পন্ন হচ্ছে সনাতন রীতি নীতি। অন্তর্জালের সুবিধায় খাবি খাচ্ছি, ভুলতে বসেছি নির্ভেজাল রীতি নীতি, একপাশে সরিয়ে ফেলার কৌশলে রপ্ত হয়ে উঠছি নিজেদের তাগিদে।

ওয়াই জেনারেশনের গতিশীলতার পরিণতি, মূল্যায়ন ও সামনে এগিয়ে চলার বীজ মন্ত্র এটাই। চিঠি লেখার অনুশীলন তলিয়ে তলানিতে ঠেকেছে, ভুলেও চিঠি লেখার তাগিদে পোষ্ট কার্ড, স্ট্যাম্প পাওয়া দুঃসাধ্য, চিঠি ঠিকানায় পৌছনো ডাক বিভাগের কল্যাণে দুঃস্বপ্নের প্রচেষ্টা।

ডাক বিভাগের ডাক বিলির কাজ শুধুমাত্র বিলি কাটার সমান, হাত গুটিয়ে বসে শুধু সাফাই গাওয়া লোকসংখ্যার অভাব খাড়া করা। চোখের পলকে অন্তর্জাল সোসাল মিডিয়ার সখ্যতায় বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় সেরে ফেলবে, ডাক বিভাগের বিলম্বিত কার্যকলাপে দুর্ভোগের ভাগীদার অগত্যা কেন হতে যাবে। দুর্মতি থাকলে 'আর্ট অফ লেটার রাইটিং' শরণাপন্ন হতে হয়। 'ফরগেটিং' প্রোসটি ডাক বিভাগের সৌজন্যে কাজে লাগবে। সৌজন্য বর্তমান ওয়াই ও জেট যুগে ভুলেও ভোলে নাই, বাঙালিয়ানা ভুলতে বসেও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আলতো ছোঁয়ায় টান রয়ে গেছে।

আত্মীয়তার প্রতি যত্নশীলতার সামাজিক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যতম মুখ হতে সক্রিয়তা চোখে পরার মত। বিজয়া দশমী এখন কেবল ছুতো, টেক-সেভ প্রমাণ করতে অনেক পন্থা উপস্থাপনের চেষ্টা।

ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদিতে সেকেন্ডে সেকেন্ডে বিজয়া দশমীর নমস্কার, শুভেচ্ছার টর্নেডো পোস্টে কাঁপুনি ধরানোর জোগার।

স্বাধীনতা-পরাধীনতা

সুবল সরদার

আমি এখন স্বাধীনতার মানে খুঁজছি। ঘুষ দিয়ে থানায় জি.ডি এন্ট্রি করছি। ঘুষ দিয়ে বি.এল আর.ও-তে জায়গা -জমির রের্কড করছি। ঘুষের দেশ বলে মনে হয়। কোন নেতা নাকি এই দেশকে একদিন রাম রাজত্ব বানাতে চেয়েছিলেন। কোর্টের চক্করে জীবন যায় যায় অবস্থা। কথায় বলে পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা আর কোর্ট ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। সংহিতা-ন্যায় সংহিতা — সংবিধান সব ঘেঁটে ঘ হয়ে গেছে। বড় বড় আইনের বড় বড় বই আছে শুধু আইন নেই। কোর্ট আছে শুধু বিচার নেই। বেশ তামাশা লাগে। বিচারহীন দেশে অভয়া কেমন করে বিচার পাবে?

প্রতিদিন চামড়া কাটাকাটি ভিড় ট্রেনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে করতে গ্রাম থেকে শহরে যাই স্বাধীনতার খোঁজ করতে। ওই ভিড় ট্রেনে ওঠা ইজরায়েল - হামাসের যুদ্ধের থেকে কম কিসের? শহরে গিয়ে শুনি স্বাধীনতা নাকি টাকা চুরি করে বিদেশে পালিয়ে গেছে। সে নাকি দেশে থাকতে ভালোবাসে না, সে বিদেশে থাকতে ভালোবাসে।

ইংরেজরা ভালো না নেটিভরা ভালো বুঝতে পারছি না? ইংরেজরা শোষন করত, শাসন করত আর এখন স্বদেশী নেতারা শুধু শোষন করে আর অত্যাচার করে। স্বাধীনতা-, পরাধীনতা দুটো শব্দ প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে।

চাকরি বিক্রি হয়ে গেছে। শিল্প গাছে উঠে বানরের মতো ঝুলছে। বেকাররা হতাশায় কবে সকার হয়ে গেছে। ডোডো পাখিদের মতো কখন তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা কেউ কেউ নেতাদের লেঠেল বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। তারা বেশ বন্দুক পিস্তল চালোনো শিখে গেছে। নির্বাচনী পরীক্ষাতে তাদের দক্ষতা প্রকাশ পায়।

মনে হয় পৃথিবীর মারণ যুদ্ধ তাকেও ধরছে। টেনশনে তার এখন পেট খারাপ হয়েছে। পাতলা পায়খানা, জ্বর, মাথা ধরেছে। কোন হাকিম তাকে সারাতে পারেছ না। প্রেমের ট্যাবলেট দিয়েও তাকে সারানো যাচ্ছে না।

তাকে ভেলোরে ভর্তি করাতে হবে। বঙ্গের কোন হাসপাতাল তাকে সারাতে পারে না। অসুস্থের সঙ্গে বেশি কথা বলা যায় না। ভেলোর থেকে সেরে ফিরে আসুক, তারপর কথা হবে।

কিন্তু আমরা কি কোনদিন স্বাধীনতা ফিরে পাব? ঘুষের অসুখ থেকে তাকে কি কখনো সারানো যাবে? হিংসা, বিদ্বেষ যদি ভুল না যায়, সে কি ঘুষ খাওয়া ছেড়ে দেবে?

তৃণমূল কাউন্সিলরকে হুঁশিয়ারি চিঠি, দলীয় কোন্দল বলে বিজেপির কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: স্পিড পোস্টে জেডি সিনহা নামক অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে চিঠি তৃণমূল কাউন্সিলরকে। চিঠিতে সাদা কাগজের ওপর কালো কালিতে ইংরাজিতে লেখা অর্থাৎ ছটপুজোর পর সাবধানে থাকুন ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সেলিম আখতার। চিঠির নীচে ডানদিকে লাল দাগ। বাঁদিকে ১৬ তারিখ উল্লেখ করে জিডি সিনহা নাম উল্লেখ।

কাউন্সিলরকে হুঁশিয়ারি চিঠি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল কুলটিতে। আসানসোলের কুলটি থানার কুলটির পাতিয়ানা মোহল্লায় এই ঘটনা। আসানসোল পুরনিগমের ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মহম্মদ সেলিম আখতার আনসারির বাড়িতে স্পিড পোস্টে একটি চিঠি আসে। বাদামি রঙের সেই খাম। এই চিঠি আসার পরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আসানসোল পৌরনিগমের ৬৩ ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মহম্মদ সেলিম আখতার আনসারি বলেন স্পিড পোস্টে এই চিঠি আসে। এই চিঠি আসার পর কুলটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। চিঠিটি জেডি সিনহা নামে একজন ব্যক্তি পাঠিয়েছেন। যদিও কে এই জেডি সিনহা তাঁর খোঁজ মেলেনি। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। কেন তৃণমূল কাউন্সিলরকে সাবধানে থাকার হুঁশিয়ারি চিঠি দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, 'দলের জন্য তিনি জীবন দিতে রাজি। এইরকম সাবধানবাণীতে তিনি ভয় পেতে রাজি নন।'

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা কেশব পোদ্দার জানান, ওই ওয়ার্ডে দলীয় কোন্দল রয়েছে। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ও বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলরের বিবাদ দীর্ঘদিনের। এই চিঠির পেছনে গোষ্ঠীকোন্দল থাকতে পারে। কিংবা নিজেকে প্রচারের আলোয় আনতে হয়তো নিজেই এসব করছে। উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে কুলটি বিধানসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পিছিয়ে পড়ায় দলীয় কোন্দলকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করছে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতৃত্ব।

থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে কংগ্রেসের হাতাহাতি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সারা রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের থানা ঘেরাও কর্মসূচিকে ঘিরে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। থানার সামনেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ল একই দলের দু'পক্ষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ আটক করে দু'জনকে। শনিবার কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল কুলটির নিয়ামতপুর ফাঁড়ি এলাকায়।

শনিবার রাজ্যজুড়ে কংগ্রেসের থানা ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। সেইমতো কুলটি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে কুলটি থানা ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়। অন্যদিকে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা রাজেশ্বর শর্মার নেতৃত্বে নিয়ামতপুর পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়। নিয়ামতপুরের এই ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালীন কংগ্রেসের দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাঁধে। একে অপরকে কংগ্রেস নেতা ও কর্মী মানতে নারাজ।

একপক্ষ অন্যপক্ষকে তৃণমূলের দালাল ও বিজেপির দালাল বলে কটাক্ষ করতে থাকে। ঘটনায় এ উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পুলিশ দু'পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী রাজেশ্বর শর্মার অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বদল হওয়ার পর কোনও ব্লক কমিটি কিংবা সভাপতির অস্তিত্ব নেই। তাই নিজেদের মত কর্মসূচি করছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন সভাপতি যিনি নিজেকে বর্তমান সভাপতি দাবি করে দলবল নিয়ে এসে কর্মসূচিতে বাধা দেয়।

যদিও কুলটি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সুকান্ত দাস বলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল।ফাঁড়ি ঘেরাও কর্মসূচি ছিল না। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বদল হলেও এখনও পর্যন্ত ব্লক কমিটি বদল হয়নি। তাই যারা ফাঁড়ি ঘেরাও কর্মসূচি করছে কংগ্রেসের ঝান্ডা নিয়ে তারা প্রকৃত কংগ্রেস নয়। দলের শৃঙ্খলা না মেনে তারা আসলে তৃণমূল বিজেপির সুযোগ করে দিচ্ছে এবং তারা রীতিমতো তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের সংগঠনকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন। যদিও একই অভিযোগ কংগ্রেসের ওই বিরোধী শিবিরের।

একগুচ্ছ দাবিতে ক্ষোভ, থানা ঘেরাও, ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান ও মেদিনীপুর: নারীদের নিরাপত্তা, নারীদের সুরক্ষা প্রদান সহ আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে বিভিন্ন থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি একগুচ্ছ দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দিল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যজুড়ে সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশনের ডাক দেওয়া হয়। সেইমতো এদিন জামালপুর ব্লকে জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সৌজন্য ঘোষের নেতৃত্বে আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা, তার প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি, জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নারীদের সুরক্ষার দাবি জানিয়ে সাত দফা দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। জামালপুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার পর পুলিশ আধিকারিকরা তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জামালপুর ব্লক জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জানিয়েছেন।

পাশাপাশি এদিন বর্ধমান থানায়ও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন কংগ্রেসের কর্মী সমকর্থকরা। এদিন থানার সামনে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর থানার আধিকারিকদের কাছে কয়েক দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

অন্যদিকে, রাজ্য ও জেলা কংগ্রেসের তরুণ রায় নেতৃত্বে নিউ টাউনশিপ থানা কোকোভেন থানা ও দুর্গাপুর থানা ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ। আবার অণ্ডাল ও জামুড়িয়া থানা ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ কর্মসূচি চালায় জাতীয় কংগ্রেস। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, দিকে সন্ত্রাস নির্যাতন ধর্ষণের, ঘটনা দ্রুত বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

বাংলার সমস্ত মানুষের সুরক্ষার দাবিতে দুর্গাপুর থানায় এবং নিউ টাউনশিপ, অণ্ডাল, জামুড়িয়া থানায় স্মারকলিপিও প্রদান করা হয় এবং বিক্ষোভ চলে। পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্যবর তরুণ রায় বলেন, 'দ্রুত বাংলার আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা আজ প্রতিটি আন্দোলন করে তারই দাবি করলাম। দ্রুত এই দাবিপূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব। প্রয়োজনে থানা দখল করব।'

রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতনের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলার পাশাপাশি রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, লাগাতার নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে রাজ্যজুড়ে ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সেই কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার সকাল ১১টা থেকে কাঁকসা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন কাঁকসা থানার সামনে কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি এদিন কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পূরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, সারা রাজ্য জুড়ে যে ভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে রাজ্যের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, রাজ্য প্রশাসন নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করুক এবং রাজ্যে যাতে আর কোনও নারী নির্যাতনের ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়ে রাজ্য প্রশাসন কড়া নজরদারি রাখুক।

মেদিনীপুর শহরে জেলা সভাপতি এবং রাজ্য সম্পাদকের উপস্থিতিতে কোতোয়ালি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। এক ঘণ্টা ধরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস নেতৃত্ব। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরজি করের ঘটনা এবং পরবর্তী সময়ে রাজ্যে একের পর এক যে সমস্ত নারী নির্যাতনের ঘটনা লাগাতার ঘটে চলেছে তারই প্রতিবাদে সোচ্চার হন কংগ্রেস নেতৃত্ব। পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো গোটা রাজ্যেই এদিন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা শহরে বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হয়। রাজ্যে নারী নির্যাতন ও খুন ধর্ষণের ঘটনা বন্ধ করতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদনও জানানো হয় বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে।

পশ্চিমে হাজার ছাড়াল ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: এ বছর পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল দাসপুর সহ ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বন্যার পর ডেঙ্গুর প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। এপর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছড়িয়েছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত বহু এলাকায় জল জমেছিল। তারপর ধীরে ধীরে জল নামতে শুরু করায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ১০০০ এর বেশি আক্রান্তদের মধ্যে বেশকিছু জন মশার কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি অংশ মনে করছেন নভেম্বরের মধ্যে ডেঙ্গির প্রভাব কমে যাবে। ডেঙ্গির দাপট কমাতে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। ধীরে ধীরে কমছে আক্রান্তের সংখ্যা তাই উদ্বেগের কোনও কারণ নেই বলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা সৌম্য শংকর সারেঙ্গি জানিয়েছেন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে গত বছর জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৮০৭। অর্থাৎ গত বছরের থেকে এ বছর আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কম। ডেঙ্গুর প্রধান লক্ষণ হিসেবে জ্বর, মাথাব্যথা, বমি এবং ডায়রিয়া হলেই তাদের চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জেলার ২১টি ব্লকের মধ্যে সবং, ঘাটাল, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড়, পিংলা, ডেবরা, মেদিনীপুর সদর, দাসপুর, দাঁতন ও কেশপুর ব্লকে অন্যান্য ব্লক গুলির তুলনায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা বেশি। এই সমস্ত ব্লকে উপসর্গগুলির উপর গুরুত্ব না দেওয়ার ফলেই আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। জমে থাকা জলের কারণেই ডেঙ্গুর দাপট বেড়েছে। তাই জল সরানোর ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য ব্লক প্রশাসন এবং পুরসভাগুলির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তালডাংরায় উপনির্বাচনের দিন ঘোষণাতেই প্রচারে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। হাতে একমাসেরও কম সময়, আর সেকারণেই নির্বাচন কমিশনের তরফে তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের তারিখ প্রকাশের পর পরই প্রচারে নেমে পড়ল গেরুয়া শিবিরও। দলের তরফে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি, সে কারণে প্রার্থীর নামের জায়গা ফাঁকা রেখেই বিজেপির পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখনের কাজ। শুক্রবার রাতে তালডাংরা বিধানসভার সিমলাপালের লক্ষীসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাউরীশোল গ্রামে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নির্বাচনী দেওয়াল লিখনের কাজে হাত লাগালেন বিজেপির তালডাংরা ৪নং মণ্ডলের কর্মী সমর্থকরা।

দেওয়াল লিখনের পর বিজেপির তালডাংরা ৪নং মন্ডলের সভাপতি আলোক বিকাশ হোতা বলেন, রাজ্যে দুর্নীতি ও অরাজকতাই এবারের উপনির্বাচনের মূল ইস্যু হতে চলেছে। এই অবস্থায় তাঁদের জয় ১০০ শতাংশ নিশ্চিত পাশাপাশি তিনি বলেন, 'আমরা চাই দলের তরফে স্থানীয় কাওকে প্রার্থী করা হোক।' তবে দলীয় প্রার্থী যেই হোন না কেন তাঁর হয়েই তাঁরা প্রচার চালাবেন বলেও তিনি জানান। উপস্থিত বিজেপির বাঁকুড়া জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শান্তনু সিংহ বলেন, 'হাতে সময় কম, আমরা প্রচার কর্মসূচি শুরু করে দিয়েছি। প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে দল।' তবে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ইভিএমে প্রতিফলিত হবে বলেও তিনি বলেন।

নারী সুরক্ষায় প্রত্যন্ত গ্রামেও উইনার্স টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও পৌঁছে যাচ্ছে উইনার্স টিম। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও নারীদের নিরাপত্তা বাড়াতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করে আরামবাগ মহকুমা পুলিশ প্রশাসন। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের নির্দেশে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেয় পুলিশ প্রশাসন। শনিবার আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এবং খানাকুল থানার ওসি মুন্সি হামিদুর রহমানের পরিচালনায় খানাকুল এক নম্বর ব্লকের পোল হাটতলা এলাকায় বিশেষ মহিলা দ্বারা গঠিত উইনার্স টিম নিয়ে এলাকায় টহলদারি দেয় পুলিশ। এলাকা থেকে খানাকুল থানা পৌঁছাতে গেলে প্রায় ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটারের দূরত্ব। এই রকম এক জায়গায় নারীদের সুরক্ষিত রাখা খুবই প্রয়োজন। তাই পুলিশ প্রশাসন এই রখম জায়গাতেও উইনার্স টিম নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

জানা গিয়েছে, অনেক মা বোনেরা তাদের সমস্যা নিয়ে সঠিক সময়ে পৌঁছতে পারে না থানায়, তাই হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনের নির্দেশে সেই মা বোনেদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে মহিলা পুলিশ। মোটর সাইকেল ও সাইকেলে করে উইনার্স টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রামের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলছেন। যেখানে পুলিশকে একটা সময় দেখা গিয়েছিল শুধুমাত্র চারচাকায় যাতায়াত করতে। পরে বাইকে করে যাতায়াত করতে। তারপরে দেখা যাচ্ছে সাইকেলে করে গ্রামের পৌঁছে যেতে। নদীবাঁধ বেষ্টিত দুর্গম এলাকায় চার চাকা ও বাইক না যাওয়ায় মহিলা পুলিশ সাইকেলে করে পৌঁছে যাচ্ছে।

এদিন পোল হাটতলা এবং বন্দর এলাকায় অর্থাৎ বন্দর থেকে কয়েকটি গ্রাম হয়ে শিবতলা এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ তাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি যে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য ফোন নম্বর দেয় এবং কারও কোনও সমস্যা হলে যাতে দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাও জানানো হয়। এই আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান,সমাজের প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা খুব জরুরি। তাই শহরের পাশাপাশি গ্রামেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা শিশু ও প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে।

MAHARAJA MANINDRA CHANDRA B. ED COLLEGE
PO+PS- Sagar Para, Dist.- Murshidabad, W.B Pin- 742306

SITUATION VACANT

Urgent invite application for the Following posts of D LED Courses (All post should be Bengali Medium) (Qualification & experience as prescribed by NCTE Norms). **1. Principal, 2. Lecturer (i) Foundation Course, (ii) Methodology Course (iii) Fine Arts/ Performing Arts (iv) Librarian.** Salary pays scale as per NCTE & State Govt. Norms. Please submit your resume with all testimonials within 7 days to the above address of MAHARAJA MANINDRA CHANDRA B. ED COLLEGE or through.
E-mail-maharajamanindrachandrabed15@gmail.com, Mobile no-9732577224/ 8001362158

Dilip kumar Biswas
Secretary
Maharaja Manindra Chandra B.Ed. College, Sagarpara, Murshidabad.

ABRIDGE SHORT TENDER NOTICE
SNIT NO.-WBIW/EE/CID/SNIT-16/ 2024-25

Executive Engineer, Contai Irrigation Division. invites Off-Line short notice tender for 01 (one) No. Source of Fund SDS/MAINTENANCE works in the District Purba Medinipur. Amount put to Tender Rs.- 5,06,334.00 Requisite information's is available in the web site www.wbiwd.gov.in. and also in Contai (I) Division's office notice board, last date of application on 23.10.2024 up to 5.00 PM.

(Sd/- K. Mandal)
Executive Engineer
Contai Irrigation Division.I & W Dte.
Contai, Purba Medinipur.

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
CORRIGENDUM NOTICE

(i) NOTICE INVITING e-TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/GREEN CITY MISSION/ NIT-30/2024-2025
Memo No:- 2134 /PWD/BM/2024-2025
Dated. 03.10.2024
Tender Id:- 2024_MAD_762440_1 & 2024_MAD_762440_2
Date of Pre-Tender Meeting with the intending Contractors with OEM at Bolpur Municipality office building Zone meeting hall. 18.10.2024 at 12:30 P.M. has been cancelled for Govt. Holiday. Next Meeting date has been fixed on 21.10.2024 at 12.00 P.M. for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website- **www.bolpurmunicipality.org**.

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

আশীর্বাদ, ধরসা বিবেক ভিল, পো - জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া - ৭১১১১২
ফোন : ৮৩৩৬৯৭২৮৫২/৬২০০৭৭৩০১৯
ল্যান্ডলাইন - ০৩৩-২৫৬৭৬২৭২/৮২

স্বর্ণ অলংকার ঋণ নিলাম

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ঋণ গ্রহণের তারিখ	মোট ওজন (গ্রামে)
১	৩১০৫৯৫০০০০০০৩০৫৭	সঞ্চিতা পাইরা, ঠিকানা : মুচিপাড়া কালী কলোনি, জিআইপি কলোনি, হাওড়া : ৭১১১১২	১১/১২/২০২৩	৩৪.২৫

নিলাম তারিখ : ৩০ অক্টো. ২০২৪ **সময় :** বিকেল ৩ টা থেকে বিকেল ৪ টা।
নিলাম স্থল : কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক, আশীর্বাদ, ধারসা বিবেক হিল, পো : জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া : ৭১১১১২, ফোন : ৮৩৩৬৯৭২৮৫২/৯৭৩৩৭৩০২০১, ল্যান্ডলাইন : ০৩৩-২৫৬৭৬২৭২/৮২।
দ্রষ্টব্য : নিলামের তারিখে কোনও ক্রেতা না পাওয়া গেলে পরবর্তী কাজের দিন নিলাম সম্পাদিত হবে।
স্থান : জগাছা
তারিখ : ১৯.১৯.২০২৪
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
ম্যানেজার-ব্রাঞ্চ হেড

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
Bardhaman Zonal Office, Estate Department
446/N, Armstrong Avenue, Sector-2A, Bidhan Nagar-713212
Contact No. - 8967846766, email- Bardhaman.Estate@bankofindia.co.in

ভাড়ায়/লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া , বর্ধমান জোনাল অফিস, গ্রাম এবং পো : পানাগড়, থানা : কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান ঠিকানায় একতলায় **১০০০-১৩০০ বর্গফুট (আনুমানিক)** সুগঠিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে আহ্বান করছে। আরও বিস্তারিত জানতে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.co.in** দেখুন ''টেন্ডার'' ট্যাব অধীনে বা আমাদের জোনাল অফিসে উক্ত ঠিকানায়।
সিলকরা খামে দুই ডাক ব্যবস্থায় আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **১৮.১১.২০২৪ বিকেল ৪ টার মধ্যে।** ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার পো এবং থানা - বহরমপুর জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেস প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গ্রাম এবং পো: পতিকাবাড়ি, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬২ ঠিকানায় শাখা অফিসের জন্য (কার্পেট এরিয়া ৯০০ থেকে ১০০০ বর্গফুট অগ্রাধিকার একতলায়) লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক প্রস্তাব আহ্বান করছে।
খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল ডাক) সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল বিবরণ যেমন ঠিকানার বিস্তারিত, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রামাণ্য নথি, মোবাইল নং ইত্যাদি সমন্বিত হতে হবে।
খাম নং ২: (ফিনান্সিয়াল ডাক) প্রতি বর্গফুটে আর্থিক হার (দর) ইত্যাদি সমন্বিত হতে হবে।
সম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাযথভাবে স্বাক্ষর করা পৃথক সিলকরা খামে ''টেকনিক্যাল বিড'' এবং ''ফিনান্সিয়াল বিড'' শীর্ষাঙ্কিতভাবে উক্ত ঠিকানায় সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ এর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে **১৯ নভে.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দালালি/ কমিশন দেওয়া হবে না। সার্কেল অফিস/বিও পতিকবাড়ি/পিএনবি ওয়েবসাইট (**https://pnbindia.in**) থেকে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে ব্যাঙ্ক লিজ দলিলের খসড়া পাওয়া যাবে যাতে আগ্রহী মালিকগণ লিজ দলিল সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারেন।

সার্কেল হেড

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
পজিটিভ ইলেকট্রনিকস লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	পজিটিভ ইলেকট্রনিকস লি.
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৮.০৮.১৯৮১
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	L67120WB1981PLC033990
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	বলাই কুটির, ২৩এ/১বি, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড ভবানীপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০২০
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৭.১০.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৫.০৪.২০২৫
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	উদিত আগরওয়াল আইবিবিআই রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P-02799/ 2023-2024/14290
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	''শ্যাম লেক গার্ডেন'' ব্লকি - সি, ফ্ল্যাট নং ৫১৯(জি), ২০২, যশোর রোড, কলকাতা ৭০০০৮৯, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি : uditagarwal15@gmail.com
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	কামালিয়া অ্যাসোসিয়েটস, ১১ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট ২য় তল, বাম গেট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ cirp.positive@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৩১.১০.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত :	(ক) https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে পজিটিভ ইলেকট্রনিকস লি.-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৭.১০.২০২৪ তারিখে।
পজিটিভ ইলেকট্রনিকস লি.-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৩১.১০.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

তারিখ : ১৯.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
উদিত আগরওয়াল
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-02799/2023-2024/14290

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

কাজলাগড় শাখা
পো. কাজলাগড়, জেলা - মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৬২৬, পব

দাবি নোটিশ

প্রতি
১. শ্রী গৌতম দাস (ঋণগ্রহীতা), পিতা শ্রী দুখা রাজ দাস, **ঠিকানা :** গ্রাম : নারায়ণদাড়ি, পো : নারায়ণদাড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৫৫, পশ্চিমবঙ্গ।
২. মেসার্স দুখারাজ দাস (জামিনদাতা), ঠিকানা : গ্রাম : নারায়ণদাড়ি, পো : নারায়ণদাড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৫৫, পশ্চিমবঙ্গ।
বিষয়- ২০০২ সালের (সারফেসি) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণগ্রহীতা(গণের) প্রতি দাবি নোটিশ।
নিম্নস্বাক্ষরকারী চিফ ম্যানেজারের পদাধিকার বলে **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (পরবর্তীতে সারফেসি আইন হিসেবে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত হিসেবে) নিম্নোক্ত মতে আপনাদের নোটিশ ইস্যু করছেন -
আপনারা অবগত আছেন আপনাদের অনুরোধক্রমে **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** (পরবর্তীতে 'ব্যাঙ্ক' হিসেবে উল্লিখিত, **কাজলাগড় শাখার** মাধ্যমে, নিম্নোক্ত শিডিউলের কলম ২ থেকে ৩ অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।
উক্ত আর্থিক সহায়তা অনুমোদিত হয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অনুকূলে জামিন প্রদত্ত চুক্তি সম্পাদনের, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জামিন নথি বিস্তারিত/শিডিউল 'বি' এবং সম্পত্তির বিস্তারিত অনুযায়ী।
আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেননি এবং ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া প্রদানও করেননি সংশ্লিষ্ট অনুমোদনের নিয়ম অনুযায়ী, ফলে আপনাদের অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে **৩১.০৮.২০২৪ তারিখ** থেকে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সময়ে সময়ে সংশোধিত ইস্যুকৃত নির্দেশ অনুযায়ী। আপনাদের বার বার ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনার ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
সংশ্লিষ্ট বকেয়ার বিস্তারিত সুবিধা যা কলম ৪ থেকে ৯-শিডিউল এ-তে বর্ণিত রয়েছে। মোট বকেয়া পরিমাণ বিভিন্ন আর্থিক সুবিধার অধীনে যা কলম ৪ থেকে ৯-এর শিডিউল এ-তে বর্ণিত, **৪,৬৫,৫০০.০০ টাকা** যা আপনারা পরিশোধে সমুদয় পরিমাণ ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে আপনাদের সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ **৪,৬৫,৫০০.০০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ প্রযোজ্য হারে সুদ শিডিউল এ-তে বর্ণিত মতে ২৬.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ, অন্যান্য শুল্ক আদায় হওয়া সাপেক্ষে চুক্তি মোতাবেক আইন অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে। আপনারা ব্যাঙ্কের মোট বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক সারফেসি আইনের এবং সংশ্লিষ্ট রুল সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা আপনাদের আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
আপনাদের আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারার সংস্থান অধীনে আপনারা আইনত জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত যা শিডিউল 'বি'তে বর্ণিত মতে। কোনওভাবেই হস্তান্তর করতে পারবেন না বিক্রি অথবা অন্যভাবে ব্যাঙ্কের আগাম অনুমতি ব্যতীত।
আপনাদের উক্ত সারফেসি আইনের ২৯ ধারা সংস্থান অধীনে অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের কোনরূপ লঙঘন দন্ডনীয় এবং এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা জরিমানা উভয় হতে পারে।
এই দাবি নোটিশ অন্য উপায়ন্তর ব্যতীতই ইস্যুকৃত যা ব্যাঙ্কের নিকট সমস্যার সমাধানের উপায় হিসেবে এবং/বা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অধিকার সমন্বিত এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির পরেও বকেয়া কিছু থাকলে তাও আপনাদের আদায় দিতে হবে।
আপনাদের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

অনুমোদিত অফিসার

শিডিউল - 'এ'
অনুমোদিত আর্থিক সুবিধাদির বিস্তারিত এবং গৃহীত এবং বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত

ক্রম		
১.	অনুমোদিত আর্থিক সুবিধার ধরণ এবং গৃহীত	**সেন্ট ট্রেড ওডি, ১৮/১২/১৮**
২.	অনুমোদিত আর্থিক সুবিধা পরিমাণ	**(৪,৫০,০০০.০০ টাকা)**
৩.	নোটিশের তারিখ অনুযায়ী লেজার বকেয়া অবশিষ্ট মোট পরিমাণ	**৪,৪৩,১৪৭.৩০ টাকা**
৪.	লেজারে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ ধার্য	**৩০.০৬.২০২৪**
৫.	জরিমানা সুদ ব্যতীত পরিমাণ, যদি কিছু থাকে শেষ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ লেজারে .... থেকে নোটিশের তারিখ পর্যন্ত	**২২,৩৫৩.০০ টাকা নোটিশ তারিখ ২৬.০৯.২০২৪**
৬.	(৬) কলমে হিসেবকৃত পরিমাণ যা সংশ্লিষ্ট সময়ান্তর পুঞ্জীভূত সুদের হার হিসেবে গণ্য	**১০.৩০ শতাংশ**
৭.	পুঞ্জীভূত পরিমাণ ব্যতীত জরিমানা সুদ ধার্য হয়েছে জরিমানা সুদের তারিখ থেকে নোটিশের তারিখ পর্যন্ত	**নেই**
৮.	তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ এবং শুল্ক, যদি কিছু থাকে, অনুমোদনের আইন/নিয়ম অনুযায়ী	**প্রযোজ্য নয়**
৯.	নোটিশের তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া পরিমাণ	**৪,৬৫,৫০০.০০ টাকা**

শিডিউল- 'বি'
(ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত জামিন নথির বিস্তারিত)
নথির তারিখ এবং প্রকৃতি (বন্ধক দলিল/দলিল/দায়বদ্ধ দলিল/দলিল ইত্যাদি) যা সংশ্লিষ্ট টেবিলের কলম ২তে উল্লিখিত জামিন সম্পদ হিসেব গণ্য। সম পরিমাণ বন্ধকের ক্ষেত্রে ইএম-এর বিবরণ প্রদত্ত

ক্রম	নথির নাম
১.	রেজি. বিক্রয় দলিল নং ৬৬৮-২০১১ সালের তাং ০৯.০২.২০১১ রেজি. এডিএসআর-ভগবানপুর।
২.	রেজি. বিক্রয় দলিল নং ৪৭৮৪-২০১২ তাং ২২.০৮.২০১২ রেজি. এডিএসআর-ভগবানপুর।

তপশিল -'সি'
(জামিনদত্ত সম্পদ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণের বিস্তারিত)
১) রেজি. বিক্রয় দলিল নং ৬৬৮-২০১১ সালের তাং ০৯.০২.২০১১, রেজি. এডিএসআর-ভগবানপুর, **দুখরাজ দাস,** পিতা প্রয়াত অনুকূল চন্দ্র দাস এর নামে এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট পরিমাণ ১০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন প্লট নং ৫৯৩, জেএল নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৩/১, জমির শ্রেণি -বাস্তু, মৌজা : নারায়ণদাঁড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৫৯৩, দক্ষিণে : ঝন্টু দাস এবং অন্যান্য, পূর্বে : মাটির রাস্তা, পশ্চিমে : আশিস দাস।
২) রেজি. বিক্রয় দলিল নং ৪৭৮৪-২০১২ সালের তাং ২২.০৮.২০১২, রেজি. এডিএসআর -ভগবানপুর, **দুখরাজ দাস,** পিতা প্রয়াত অনুকূল চন্দ্র দাসের নামে এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির প্লট পরিমাণ ৪.২৮৬ ডেসিমেল , প্লট নং ৫৯৩, জেএল নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৩/১, মৌজা : নারায়ণদাঁড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৫৯৩, দক্ষিণে : ঝন্টু দাস এবং অন্যান্য, পূর্বে : মাটির রাস্তা, পশ্চিমে : আশিস দাস ।
এসআইডি : ৪০০০০৬০১২৯৭৩

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪
স্থান : কাজলাগড়
চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মালদায় সেবাদানমূলক কর্মসূচিতে তৃণমূলকে তুলোধনা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচক ব্লকের ভুতনি এলাকায় বানভাসি মানুষদের আর্থিক সহযোগিতা করতে এসে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে তুলোধনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিকেলে মালদার মানিকচক ব্লকের ভুতনি থানার গোবর্ধনটোলা এলাকায় বানভাসি মানুষদের জন্য সেবাদানমূলক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানেই ভুতনিতে বন্যায় মৃত্যু দশজনের পরিবারের হাতে এক লক্ষ টাকা করে তুলে দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই মঞ্চ থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে একের পর এক কড়া বার্তা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আজকের এই বন্যা পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকার দায়ী। কারণ কেন্দ্র সরকার ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে প্রকল্প চেয়ে পাঠিয়েছিল তা দেয়নি রাজ্য। মালদা শহর থেকে সড়কপথে ভুতনিতে আসতেই যে বেহাল রাস্তার অবস্থা তা আগে জানলে আমি মোটরবাইকে আসতাম। এখানেই বোঝা যাচ্ছে তৃণমূল সরকার কী ধরনের উন্নয়ন করছে। আসলে রাজ্য সরকার কোনও কাজ করে না।'

এদিন গঙ্গার ভাঙন প্রসঙ্গ নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২০১৮ সালে ইংল্যান্ডের একটি সংস্থা দায়িত্ব নিয়েছিল রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। তার সাক্ষী আমি ছিলাম। রাজ্য সরকারের প্রকল্প যায় কেন্দ্রের কাছে। রাজ্য এবং কেন্দ্র অর্ধেক অর্থ দেয়। কিন্তু এরপরে ওই বিদেশি সংস্থাকে রাজ্য সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রকল্প দেওয়া হয় নি। যার ফলে এখন মালদার মানিকচক এবং বৈষ্ণবনগরে লাগাতার গঙ্গার ভাঙন হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করতে গেলে আগে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই জমি অধিগ্রহণ করার দায়িত্ব রাজ্য সরকার করে নি। অথচ ভিত্তিহীন ভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অসহযোগিতার কথা বলা হচ্ছে। রাজ্য সরকার প্রকল্প বানিয়ে দিক অবশ্যই কেন্দ্র সাহায্য করবে।

শুভেন্দু অধিকারী কৃষ্ণনগর প্রসঙ্গে বলেন, 'নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কলেজ ছাত্রীকে খুন করা হয়েছে। পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। আরজি কর থেকে রাজ্যের সর্বত্র এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। বাংলায় কোথাও নিরাপত্তা নেই। আরজি কর কাণ্ডের পর জুনিয়র ডাক্তারদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ধমকিয়েছেন। আমি বলতে চাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনারা মাথানত করবেন না। ওঁর ওই হিম্মত নেই যে জ্যোতিবাবুর মতো লাঠিপেটা করে কাউকে সরিয়ে দেবে।'

বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভোটের জন্য কেন তিন মাস সময় লাগবে। কেন নভেম্বর মাসের মধ্যে ভোট হবে না। এ ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। জুনিয়র চিকিৎসকরা যেখানেই আন্দোলন করুক না কেন, তাঁদের সব সময়ের জন্য আমরা সমর্থন করি।'

সিঙ্গুরে শুভেন্দুর সভাস্থলে গোবর জলে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার, উড়ল কালো বেলুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: একদিন আগেই সিঙ্গুরে পা পড়েছিল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। রতন টাটার স্মরণে করেছিলেন শোক মিছিল। করেন সভা। ফের নতুন করে সিঙ্গুর থেকেই আন্দোলনের ডাক দেন। গোপালনগরে যে জায়গায় শুভেন্দু সভা করেছিলেন ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই গঙ্গাজল দিয়ে সেই জায়গা শুদ্ধিকরণ করা হল। সিঙ্গুর কৃষি জমি রক্ষা কমিটির ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সিঙ্গুরের বহু কৃষক-সহ একাধিক তৃনমূল নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। গোবর জল ছিটিয়ে ঝাঁটা দিয়ে ওই জায়গা পরিষ্কার করার পাশাপাশি ওড়ানো হয় কালো বেলুন।

প্রসঙ্গত, টাটার শোক মিছিলে গিয়ে মমতার সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত খড়গহস্ত হয়েছিলেন শুভেন্দু। লাগাতার তীব্র ভাষায় দাগেন তোপ। সিঙ্গুর থেকে টাটা বিদায়ের জন্য ফের একবার কাঠগড়ায় তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রয়োজনে হাতে-পায়ে ধরে টাটাদের ফেরানোর কথাও বলেন তিনি। লোকসভা ভোট হোক বা বিধানসভা ভোট, আজও বারবার ফিরে ফিরে আসে এই সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ। সিঙ্গুরে শিল্প বনাম কৃষি, দুইয়ের লড়াই আজও অব্যাহত। এমতাবস্থায় শুভেন্দুর সিঙ্গুর 'সফর' ঘিরে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে রাজ্য-রাজনীতির আঙিনায়। তবে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না তৃণমূল নেতারা। শুভেন্দুকে 'বেইমান', 'বিশ্বাসঘাতক' বলে কটাক্ষও করেছেন বেচারাম মান্না।

শনিবার কর্মসূচি সম্পর্কে সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আনন্দমোহন ঘোষ বলেন, '২০০৬ সালে সিঙ্গুরে জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মমতার আন্দোলন মঞ্চ থেকে টাটার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর আজ সিঙ্গুরে এসে টাটাদের হয়ে কথা বলছেন। ওঁদের অনেক মুখ, কোনটা মুখোশ আর কোনটা মুখ তা বোঝা যায় না। এরা রাজনীতির কারবারি। রাজনৈতিক লাভের জন্য এখানে এসেছিল মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। তাই এখানকার মানুষ গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।' পালটা কটাক্ষবাণ শানিয়েছে পদ্ম শিবির। বিজেপির সিঙ্গুর বিধানসভা কনভেনার মধুসূদন দাস আবার খোঁচা দিয়ে বলেন, 'আসলে শুভেন্দু অধিকারী বেচারামবাবুদের ছাল ছাড়িয়ে নুন দিয়েছেন। তাতেই ওদের গায়ে গরম জল পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে।'

কৃষি উপযোগী জমি না হয় শিল্প, দাবিতে আন্দোলনমুখী সিঙ্গুরের কৃষকদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুরে রতন টাটার শোকসভা মঞ্চ থেকে আবারও আন্দোলনের ডাক দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। হয় কৃষি উপযোগী জমি, না হয় শিল্প। এই একই দাবিতে নতুন করে আন্দোলনমুখী হচ্ছে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের একাংশ। ইতিমধ্যেই সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের একাংশ তাদের জমি কৃষি উপযোগী করে ফেরত দেওয়ার দাবিতে একটি কমিটি গঠন করেছে।

রাজ্য সরকারকে জমির চরিত্র খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। দাবি না মানলে আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অনিচ্ছুক কৃষকদের একাংশ। তাঁদের সঙ্গে দলে ভিড়ছেন ইচ্ছুক কৃষকদের একটা অংশও। তা হলে কী আরজি কর আবহ শেষ হতে না হতেই এবার সিঙ্গুর ইস্যুতে সরকারের ওপর নতুন করে চাপ বাড়াতে পারে বিরোধীরা? সেই প্রশ্নই ঘুরতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে।

অনিচ্ছুক বা ইচ্ছুক কৃষকদের অনেকেই বলছেন, রাজ্য সরকার না মানলে আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের জমির অধিকার ফেরাবেন। প্রয়োজনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর পর্যায়ে যাবে। প্রসঙ্গত, আদালতের রায়ের পর আট বছর কেটে গেলেও জমি চাষ উপযোগী ও মালিকানা ফেরত না পাওয়ায় ক্ষোভের আগুন অনেকদিন থেকেই বাড়তে শুরু করেছে সিঙ্গুরে। বিধানসভা ভোট হোক বা লোকসভা ভোট, বারবার ফিরে এসেছে সিঙ্গুর প্রসঙ্গ। এবার সেই ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢাললেন শুভেন্দু অধিকারী, মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের বড় অংশের।

প্রসঙ্গত, শোক মঞ্চ থেকেই লাগাতার রাজ্য সরকারের তুলোধনা করেন। আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাফ বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রয়োজনে টাটাদের হাতে-পায়ে ধরে তাঁদের সিঙ্গুরে ফেরাবেন। তবে অনিচ্ছুক কৃষকদের দাবির সঙ্গে শুভেন্দুর দাবির মিল খুঁজে পেতেই কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসকদল। মন্ত্রী তথা সিঙ্গুর বিধায়ক বেচারাম মান্না বলেন, 'যারা টিভি মিডিয়ার সামনে জমি চাষযোগ্য করা হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রীকে দোষারোপ করছেন তাঁরাই একসময় জমির দালালি করেছেন। বেইমান বিশ্বাসঘাতকরা বিভ্রান্তি তৈরি করছে। শুভেন্দু অধিকারী সস্তার রাজনীতি করছেন, যার জবাব মানুষ বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে দিয়ে দিয়েছে।'

সুর চড়িয়েছেন মহাদেব, দুধকুমারদের মতো একসময়ের জমি আন্দোলনের প্রথমসারির মুখেরা। যদিও তাঁরা বলছেন, শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁদের আন্দোলনের কোনও যোগ নেই। ২০০৬ সালের কৃষক আন্দোলনের সুফল যে তৃণমূল পেয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার কী সেই সিঙ্গুরকে হাতিয়ার করেই ছাব্বিশের লোকসভা ভোটে ফায়দা তোলার চেষ্টা করবে বিজেপি? দুধকুমার ধাড়া বা মহাদেব দাসদের দাবি, এর উত্তর দেবে ভবিষ্যত। তবে একইসঙ্গে তাঁদের আরও দাবি, অধিকার আদায়ে যে কোনও পথ অবলম্বন করতে রাজি সিঙ্গুরের বঞ্চিত কৃষকরা। তবে নতুন করে আন্দোলন কারও ফায়দা করে দেওয়ার জন্য নয়। আন্দোলনের গতি বুঝে পরিস্থিতি যেদিকে যাবে সেদিকেই যাবেন কৃষকরা। সবটাই হবে কৃষকদের স্বার্থে।

পুকুরে উদ্ধার মহিলার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: শনিবার সকালে পুকুর পাড়ে যেতেই চোখ কপালে এলাকার লোকজনের। প্রথমে একজন, তারপর দু'জন, ধীরে ধীরে জমায়েত একেবারে ভিড়ের আকার নিল। সকলেরই নজর মাঝ পুকুরে। কী যেন একটা ভাসছে! কিছুটা কাছে যেতেই দেখা গেল আসলেই একটা দেহ! মানবদেহ! ভাসছে মহিলার মৃতদেহ। খবর চাউর হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। চাঞ্চল্যকর ঘটনা শ্রীরামপুর থানার পেয়ারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপসরা মালিকপাড়ায়।

এলাকার লোকজনই খবর দেন শ্রীরামপুর থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে পেয়ারাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। দেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা কেউই ওই মহিলাকে চিনতে পারছেন না। সকলেই বলছেন তিনি এই এলাকার নন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান খুন হয়ে থাকতে পারেন ওই মহিলা, তবে কেউ কেউ বলছেন, জলে ডুবে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধারের পর তা ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই এ বিষয়ে আলোকপাত করা যাবে বলে মনে করছেন পুলিশের তদন্তকারীরা আধিকারিকেরা। পুলিশ জানায়, দেহ উদ্ধারের সময় মহিলার পরনে ছিল শাড়ি। বয়স আনুমানিক ৫০ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে। তবে শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন আপাত ভাবে দেখা যায়নি। পুলিশ খোঁজ শুরু করেছে পুরোদমে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওই এলাকার লোকজনকে।

আবাসনে বিক্ষোভ: কাঁকসার বামুনাড়া এলাকার তপবন সিটির বহুতল আবাসনের আবাসিকরা নিরাপত্তার দাবিতে রাত জেগে বিক্ষোভে নামল। সম্প্রতি তপবন সিটির পাশের আবাসনে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজেও দুষ্কৃতীদের দেখা গিয়েছে। তারপর থেকে বামুনাড়ার তপবন সিটির আবাসিকরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তাররক্ষীর দাবিতে শুক্রবার রাত ন'টা থেকে চলে বিক্ষোভ। আবাসিক অনুপ মিত্রর অভিযোগ, 'পাশের আবাসনে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এখনও তার কিনারা হয়নি। আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।

যুবকদ্বয়ের বিরুদ্ধে নবমের ২ ছাত্রীকে টানাটানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নবম শ্রেণির দুই নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা দুই যুবকের। রীতিমতো টোটো থেকে টানাটানি করা হয় বলে অভিযোগ। তাদের চিৎকার শুনে ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। আরামবাগ থানার মহিলা উইনার্স টিমও পৌঁছে যায় নাবালিকাদের উদ্ধার করতে। চিৎকারের মধ্যেই অভিযুক্ত অপরিচিত দুই যুবক পলাতক। হুগলির আরামবাগের ঘটনা। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পেলেও, ভয় কিছুতেই যাচ্ছে না। অভিযুক্তদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সাধারণ মানুষ বাঁচাতে এলে তারা চম্পট দেয়। সিসিটিভি দেখে খোঁজ চালানোর চেষ্টা করছে পুলিশ।

শুক্রবার সন্ধ্যার পর আরামবাগের পারুল এলাকার বাসিন্দা দুই নবম শ্রেণির ছাত্রী টিউশন পড়তে বেরিয়েছিল। তারা একটি টোটোয় চেপে গন্তব্যে পৌঁছনোর সময় দুই অপরিচিত যুবক ওই টোটোতে ওঠে বলে অভিযোগ। এরপর দুই ছাত্রীকে ভয় দেখানো হয়। এক ছাত্রী বলে, 'আমাদের বলেছিল তোরা বাসস্ট্যান্ডে যা, না হলে মেরে ফেলব, শ্লীলতাহানি করে দেব।'

এরপর দুই ছাত্রী একটি জায়গায় টোটো থেকে নেমে যায় ও অপর একটি টোটো ধরে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করে। সেই সময় আবারও বাসস্ট্যান্ডে দেখা মেলে দুই যুবকের। তারা পড়ুয়াদের ভয় দেখিয়ে টোটো করে নিয়ে যায় চাঁদুর নিমতলার কাছে। সেখানে গিয়ে দুই ছাত্রী চিৎকার চেঁচামেচি করে। দুই বোনের অভিযোগ, স্থানীয় লোকজন বের হতেই দুই যুবক চম্পট দেয়। এরপর এলাকাবাসী তাদের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা জানার পরই আরামবাগ থানায় খবর দেয়। মহিলা উইনার্স টিম পৌঁছে যায়। জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রীদের বাড়ি আরামবাগের পারুল এলাকায়। এটি অপহরণের চেষ্টা না অন্য কিছু, তা তদন্ত শুরু করেছে আরামবাগ থানার পুলিশ। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথা জানিয়েছে দুই ছাত্রীর মা।

বধূর মৃত্যুতে জামাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় এবং সম্পত্তির লোভে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার চণ্ডীপুর এলাকায়। যদিও অভিযুক্ত স্বামীর পালটা দাবি, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গুতে। যদিও মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযুক্ত জামাই চিকু শেখের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম জান্নাতুন খাতুন (৩২)। গত ৯ বছর আগে পেশায় শ্রমিক চিকু শেখের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। বর্তমানে চার বছরের এক কন্যা সন্তান রয়েছে তাঁদের। বিয়ের পর থেকেই সম্পত্তির জন্য জান্নাতুন খাতুনের ওপর অত্যাচার করতেন তাঁর স্বামী বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তার প্রতিবাদ করায় অত্যাচার আরও বাড়তে থাকে।

মৃতের এক আত্মীয় হাবিবা খাতুন পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, ১৮ জুলাই রাজস্থানের জয়পুরে স্ত্রী এবং কন্যাসন্তানকে নিয়ে ঘুরতে যান চিকু শেখ। গৃহবধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ, সেখানেই চলতি মাসের ১৭ তারিখ তাদের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। প্রমাণ লোপাট করার জন্য ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছে বলে বেসরকারি একটি নার্সিংহোম থেকে সেই রিপোর্ট তৈরি করেন তাঁর স্বামী বলে অভিযোগ। এদিন সকালে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ ময়নাতদন্ত না করেই কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এতে বাঁধা দেন গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা। পাশাপাশি তাঁরা ময়নাতদন্তের দাবি তোলেন। এই দাবি তুলেই পরিবারের মহিলা এবং পুরুষরা ইংরেজবাজার থানার দ্বারস্থ হয়ে ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করানোর জন্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

যাত্রীবাহী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ছাত্রের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কানে হেডফোন লাগিয়ে কুয়াশামাখা সকালে রেললাইন ধরে হাঁটার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কলেজ পড়ুয়ার। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার আকন্দা এলাকায়। এদিন সকাল ছয়টা নাগাদ বালুরঘাট-শিয়ালদাগামী ওই এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কাতেই মৃত্যু হয় ছাত্রের। এরপরই বিষয়টি জানাজানি হতেই আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

অমানবিকতার ছবি বর্ধমানে

রাস্তায় পড়ে ব্যক্তি, ভ্রুপেক্ষহীন জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান শহরের একদম ব্যস্ততম এলাকায় অমানবিকতার এমন ছবি ধরা পড়বে এমনটা কখনও কেউ ভাবতেই পারেননি। প্রযুক্তির সঙ্গে এগিয়ে চলা মানুষদের আর এখন প্রতিবেশীদের খোঁজখবরও রাখেন না। তাই হয়তো রাস্তায় কেউ পড়ে থাকলে তাঁর দিকেও কেউ তাকান না। মানুষ যত উন্নত জীব হয়ে উঠছে, ততই হয়তো মানবিকতা হারিয়ে ফেলছে। এমনটাই মনে করছেন শহরের মানুষ।

শনিবার সকালে বর্ধমান স্টেশনের সামনে ব্যস্ততম এলাকায় এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পাশ দিয়ে শয়ে শয়ে মানুষ পার হলেও কেউ তাঁর দিকে চেয়ে দেখেননি। এদিকে সকাল থেকে বেলা গড়াতেই খবর যায় থানায়। বর্ধমান থানা থেকে পুলিশ বর্ধমান রেল স্টেশনের সামনে পৌঁছে দেখে এক ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। কখন মৃত্যু হয়েছে তা কারও জানা নেই। রাস্তার ওপরে সকাল থেকে একজন পরে থাকলেও আদৌও তিনি বেঁচে আছেন কিনা সেই বিষয়ে কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। যদিও ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় নি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু পুলিশ থেকে সাধারণ মানুষ, কেউ ফিরেও তাকাননি। স্থানীয়রাই কয়েকজন ওই ব্যক্তির ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পরে পুলিশকে জানলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাঠে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের পাতুন গ্রামের মাঠে।

শনিবার সকালে মন্তেশ্বরের পাতুন গ্রামে এক চাষি মাঠে ধান জমি দেখতে গিয়ে তাঁর নজরে আসে মাঠের বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারের নীচে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ধান জমিতে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। গ্রামে খবর দিলে গ্রামের মানুষ মাঠে পৌঁছে মন্তেশ্বর থানার পুলিশকে খবর দিলে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মন্তেশ্বর থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ব্যাগের মধ্যে বেশ কিছু ট্রান্সফর্মার খোলার যন্ত্রপাতি উদ্ধার হয়।

হুগলি জেলা সংগীত মেলা

শনিবার সারাদিনব্যাপী সপ্তম বার্ষিক হুগলি জেলা সংগীত মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। প্রায় ১৫০ জন প্রতিশ্রুতিমান সংগীতশিল্পী গান শোনালেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈকত মিত্র, স্বপন বসু, গৌতম হালদার, শতরূপ ঘোষ প্রমুখ। এদিন মঞ্চেই অমিতের কথায় সুদীপা রায়ের শ্রুতি-দৃশ্যায়ন 'গান' ইউটিউব প্রজেক্টটি উদ্বোধন করেন শতরূপ ঘোষ।

শনিবার সন্ধ্যায় সিউড়ি রিপোর্টার্সের উদ্যোগে সাংবাদিক ও কবি সাহিত্যিকদের লেখায় সমৃদ্ধ স্ব-ধীন পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল বীরভূম জেলা পরিষদ সভাকক্ষে। পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক সিনহা। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি স্বর্ণলতা সরেন, পদ্মশ্রী রতন কাহার প্রমুখ।

সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরে প্রেমিককে ছুরি মেরে খুনের অভিযোগ মহিলার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সম্পর্কে টানাপোড়েনের জের, প্রেমিককে ছুরি মেরে খুনে অভিযুক্ত মহিলা। শনিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে ভদ্রেশ্বরের প্রকাশ্য রাস্তায়। বিষয়টির খবর ছড়িয়ে পড়তে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় এলাকায়। মৃত নাম তাপস প্রামাণিকের বয়স ৪৬ বছর। তাঁকে খুনে অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোররাতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ভদ্রেশ্বরের চাঁপদানীর ডিভিসির খালধার অঞ্চলের খুঁড়িগাছি এলাকায়। প্রকাশ্যেই রাস্তায় তাপস প্রামাণিককে ছুরি মারে তাঁর প্রেমিকা। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত মহিলা শবনম খাতুন আগে রিষড়ায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। বর্তমানে খুঁড়িগাছিতে জগদেও সাউয়ের বাড়িতে ভাড়ায় ছিলেন। সেখানেই তাপস প্রামাণিকের যাতায়াত ছিল। দু'জনের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে এই ঘটনা বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ছুরিকাহত হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে এক ব্যক্তি। এই খবর পেয়ে স্থানীয় অ্যাঙ্গাস ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে তাপস প্রামাণিকের। তাঁর দেহ উদ্ধার করে চন্দননগর হাসপাতালে পাঠনো হয়। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হবে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসাপাতালে। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। সঙ্গে থাকা আর একজন মহিলাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানান, নিজেদের মধ্যে অশান্তির জন্য এই ঘটনা,অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ঘটনার সময় আরও এক মহিলা ছিলেন তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ঘটনার সময়কার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, তিনজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে। হঠাৎ করেই পুরুষসঙ্গীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন মহিলা। রাস্তা দিয়ে তখন এক সাইকেল আরোহী যাচ্ছিলেন তিনি দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর দুই মহিলা রাস্তা ধরে হেঁটে চলে যান। স্থানীয় কাউন্সিলর ও চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ সাউ জানান, যে মারা গিয়েছে তাঁর আগের স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। এখন এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে ছিল। শুক্রবার বিকাল থেকে নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল চলছিল। তারপর শনিবার ভোররাতে এই ঘটনা। পুলিশ অভিযুক্তকে ধরেছে। তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝাড়খণ্ডে চূড়ান্ত কংগ্রেসও জেএমএম আসন সমঝোতা

রাঁচি, ১৯ অক্টোবর: হরিয়ানার হার থেকে শিক্ষা! ঝাড়খণ্ডের আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে অনেক নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে কংগ্রেস। নিজেদের দাবি থেকে খানিকটা পিছিয়ে এসে ছোট দলগুলিকে জায়গা করে দিচ্ছে হাত শিবির। তবে তাতেও সন্তুষ্ট নয় লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডি। তবে জোটের অন্দরে কোনও বিবাদ নেই বলেই দাবি জেএমএম এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের।

২০১৯ সালের মতোই জেএমএমের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ডে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। আগেরবার জেএমএম ৪৩, কংগ্রেস ৩১ এবং আরজেডি ৭ আসনে লড়েছিল। এবারও তেমনই আসনরফার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে বাম দলগুলিকে কোনওভাবে জোটে জায়গা দেওয়া যায় কিনা, সেই চেষ্টাও করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, এ বছর জেএমএম এবং কংগ্রেস মিলিয়ে ৮১টির মধ্যে ৭০টি আসনে লড়বে। জেএমএম লড়বে ৪১ আসনে এবং কংগ্রেস লড়তে পারে ২৯ আসনে। বাকি ১১টি আসন ছাড়া হবে জোটসঙ্গীদের জন্য। এর মধ্যে লালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডির জন্য ছাড়া হতে পারে ৫-৬টি আসনে। ৪-৫টি আসন যেতে পারে সিপিআইএমএল-লিবারেশনের শিবিরে।

কংগ্রেস আগেরবার লড়েছিল ৩১ আসনে। এবার তাঁরা অন্তত ৩৩ আসনে লড়াই করার দাবিতে অনড় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোট সঙ্গীদের জন্য আসন ছাড়ার জন্য দাবির থেকে অনেকটাই নামতে হল হাত

শিবিরকে। তাতেও অবশ্য অখুশি আরজেডি। তারাও অন্তত ১০ আসনের দাবিতে অনড়। সেকারণেই চূড়ান্ত ঘোষণা এখনও বাকি।

বিজেপি ইতিমধ্যেই ঝাড়খণ্ডের আসনরফার সূত্র ঘোষণা করে ফেলেছে। ৮১ আসনের মধ্যে বিজেপি প্রার্থী দেবে ৬৮টিতে। ১০টি আসন ছাড়া হচ্ছে জোটসঙ্গী অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অর্থাৎ আজসুর জন্য।

বিহার লাগোয়া ঝাড়খণ্ডে বিহারের দুই জোটসঙ্গী জেডিইউ এবং এলজেপি রামবিলাসকেও জায়গা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। নীতীশ কুমারের দল লড়বে দুই আসনে। একটি আসনে লড়বে চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি (রামবিলাস)।

কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদার দাবিতে সায় উপরাজ্যপালেরও

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: সংঘাত নয়। বরং কাশ্মীরের নতুন সরকারের সঙ্গে শুরুতেই সহযোগিতার বার্তা দিলেন রাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। উপত্যকার পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে যে প্রস্তাব ওমর আবদুল্লার মন্ত্রিসভায় পাশ হয়েছিল, তাতে সায় দিয়ে দিলেন উপরাজ্যপালও। যার অর্থ, কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা অবিলম্বে ফেরা উচিত বলে মনে করছেন, ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্রের তরফের প্রধান প্রতিনিধিও।

জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠনের একদিন পরই জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে সচেষ্ট হন নতুন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে কাশ্মীরের মন্ত্রিসভায় বৃহস্পতিবার একটি প্রস্তাব পাশ করান তিনি। সেই প্রস্তাব নিয়ে ওমর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হবেন। তবে তাঁর আগে প্রস্তাবটিতে উপরাজ্যপালের সম্মতির প্রয়োজন ছিল।

কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহাই এতদিন বকলমে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির শাসনভার চালাচ্ছিলেন। স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে

এতদিন তিনি বিশেষ আমল দেননি। তাই এই প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দেন কিনা, সেটাই দেখার ছিল। শেষমেশ তিনি ওমরের প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েই দিলেন। যার অর্থ, এখনই কাশ্মীরের নতুন সরকারের সঙ্গে কোনওরকম সংঘাতে যেতে চাইছেন না তিনি। মনোজ সিনহা ছাড়পত্র দেওয়ায় এবার কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর।

২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বাতিলের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদাও ছিনিয়ে নেয় কেন্দ্র। ৩৭০ নিয়ে কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে যেমন ক্ষোভ রয়েছে, তেমনই ক্ষোভ রয়েছে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা হারানো নিয়েও। সেই ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টাও করেছে বিজেপি। ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে উপত্যকায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হবেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এখনও এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

পুলিশি হেপাজতে 'এনকাউন্টার'-এর দাবি নস্যাত বিষ্ণোই গ্যাং সদস্যের

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর: পুলিশি হেপাজতে থাকা অবস্থায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠীর সদস্য যোগেশ। পুলিশের উপস্থিতিতেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের করা দাবি। অভিযুক্তের বক্তব্যের সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই তিন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করলেন মথুরার সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) শৈলেশ পাণ্ডে।

দিল্লিতে একটি জিমের মালিককে গুলি করে খুনের অভিযোগে যোগেশকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দিল্লি পুলিশ এবং মথুরা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছে যোগেশকে। যোগেশ পুলিশি হেপাজত থেকে দাবি করেন, মথুরায় তাঁর 'এনকাউন্টার' ভুয়ো ছিল। মুম্বইয়ে নিহত এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকিকে খুন করা নিয়েও একাধিক মন্তব্য করেন যোগেশ। প্রসঙ্গত, সিদ্দিকিকে খুনের অভিযোগ উঠেছে লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার মুখে পড়েছে পুলিশ। যোগেশ যখন মথুরার রিফাইনারি থানা থেকে এ সব কথা সাংবাদিকদের বলেছেন, তখন থানায় উপস্থিত তিন পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত)

সাসপেন্ড ৩ পুলিশকর্মী

করা হয়েছে। ওই তিন জন হলেন সাব-ইনস্পেক্টর রামসানেহি, প্রধান কনস্টেবল বিপিন কনস্টেবল সঞ্জয়।

যোগেশকে গ্রেপ্তারের পর মথুরার এসএসপি শৈলেশ বলেছিলেন, 'পুলিশ এবং দিল্লির বিশেষ সেলের যৌথ অভিযানে যোগেশ নামে এক বন্দুকবাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তিনি একটি এনকাউন্টারে আহত হয়েছেন। দিল্লিতে একটি খুনের ঘটনায় তাঁকে ধরার চেষ্টা চলছিল।' পুলিশের হাতে ধরার পরার পর যোগেশ এই 'এনকাউন্টার'-এর তত্ত্বই উড়িয়ে দিয়েছেন।

গত ১২ সেপ্টেম্বর দিল্লির রাস্তায় প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয়েছিল জিমের মালিক নাদির শাহকে। সেই ঘটনায় যোগেশের নাম জড়িয়েছিল। তাঁর খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। ইতিমধ্যে মুম্বইয়ে সিদ্দিকি খুনে নাম জড়িয়েছে লরেন্স বিষ্ণোই গোষ্ঠীর। যোগেশের সঙ্গে ওই গোষ্ঠীর যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ।

দান্তেওয়াড়ায় মৃত মাওবাদীর সংখ্যা বেড়ে ৩৮

রায়পুর, ১৯ অক্টোবর: ইদানীংকালে মাওবাদী অভিযানে সবচেয়ে বড় সাফল্য মিলেছে সপ্তাহ খানেক আগে। ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স এবং 'ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড'-এর অভিযানে ৩১ মাওবাদী খতম হয়েছে। যদিও শুক্রবার দান্তেওয়াড়া পুলিশের দাবি, ৩১ নয়, দান্তে ন্তওয়াড়া-নারায়ণপুর সীমান্তে জঙ্গলে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ৭ মাওবাদীর। ফলে মোট মৃত মাওবাদীর সংখ্যা দাঁড়াল ৩৮। এদিকে শনিবার সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথবাহিনী। বারসুর থানার অন্তর্গত নেনপুর-থুলথুলির জঙ্গলে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র সশস্ত্র শাখা পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি) অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। একে খতম হওয়া মাওবাদীদের নাম সামনে আসার পরে দেখা যায়, অভিযানে দুই শীর্ষ মাও নেতা, যথাক্রমে সিপিআই (মাওবাদী)-র দণ্ডকারণ্য জোনাল কমিটির কমলেশ ওরফে আরকে এবং

অভিযানের পথে একাধিক আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মাওবাদীরা। দুই সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন বিস্ফোরণে।

গত সপ্তাহে নায়ারণপুর এবং দান্তেওয়াড়া জেলার সীমানাবর্তী অবুঝমাঢ়ের জঙ্গলে অভিযান চালায় এসটিএফ এবং ডিআরজির নীতি ওরফে উর্মিলারও মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার দান্তেওয়াড়া পুলিশ জানাল, সেদিন এনকাইন্টারে মৃতের সংখ্যা ৩১ নয়, ৩৮। ৩৮ মাওবাদীদের মোট মাথার দাম ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে ২৯ জনের দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁদের পরিবারকে।

মণিপুরে আবার অশান্তি, গুলির লড়াই মেইতেইএবং কুকি বাহিনীর

ইম্ফল, ১৯ অক্টোবর: মাস খানেকের বিরতির পরে নতুন করে অশান্তি ছড়াল মণিপুরের জিরিবাম জেলায়। শনিবার ভোর থেকে যুযুধান মেইতেই এবং কুকি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় গুলির লড়াই হয়েছে। হামলা হয়েছে বরোবেকেরা থানায়।

পুলিশের দাবি, জিরিবামের জেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা বরোবেকেরায় হামলা চালিয়েছে কুকি জঙ্গিরা। 'জবাব' দেন মেইতেই সশস্ত্র বাহিনী আরাম্বাই টেঙ্গলের যোদ্ধারাও। সে সময় কুকিদের একাংশ থানায় হামলা চালায় বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরের গোড়ায় জিরিবাম জেলায় দু'গোষ্ঠীর গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছিলেন

পাঁচ জন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দিল্লিতে শান্তি ফেরাতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করেছে চলতি সপ্তাহে। তারই মধ্যে নতুন করে হিংসা ছড়াল উত্তর-পূর্বের বিজেপি শাসিত রাজ্যে। ২০২৩ সালের ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের তপসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয় সেখানে। মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি, জো-সহ কয়েকটি তপসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান) সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় দুশো জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

উপত্যকায় পর পর গ্রেনেড হামলার দুই 'মূলচক্রী' গ্রেপ্তার

শ্রীনগর, ১৯ অক্টোবর: পর পর গ্রেনেড হামলার দুই 'মূলচক্রী'কে গ্রেপ্তার করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। জম্মুর অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (এডিজিপি) আনন্দ জৈন জানিয়েছেন, পুঞ্চ জেলায় অভিযান চালানো হয়েছিল। সেই অভিযানে আধুল আজিজ এবং মানওয়ার হুসেন নামে দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়। দু'জনেই হরি গ্রামের বাসিন্দা। এই গ্রেপ্তারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলির 'বড় সাফল্য' বলে দাবি আনন্দের।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ৩৭ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) যৌথ অভিযানে শুক্রবার প্রথমে আধুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দু'টি গ্রেনেড উদ্ধার করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। পরে তদন্তে উঠে আসে মানওয়ারের নাম। তিনি আধুলের সহযোগী হিসাবে পরিচিত। তাঁর বাড়ি থেকেও একটি গ্রেনেড উদ্ধার হয়। এ ছাড়াও মানওয়ারের কাছ থেকে একটি পিস্তল, এবং নয় রাউন্ড গুলি পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ধৃত বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গ্রেনেড হামলা ছাড়াও বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক হামলায় অর্থ জোগান, দেশবিরোধী প্রচার, অস্ত্র চোরাচালানের মতো অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। নিরাপত্তাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত নভেম্বর থেকে পুঞ্চ জেলায় পাঁচটি গ্রেনেড হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত আধুল এবং মানওয়ার। আনন্দ জানিয়েছেন, ধৃতদের জেরা করে নতুন তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে।

ধৃতদের জেরা করে জানা গিয়েছে, তাঁরা সীমান্তের ও পার থেকে হামলা চালানোর জন্য টাকা পেয়েছিলেন। এ ছাড়াও অস্ত্র, গোলাবারুদও এসেছিল পাকিস্তান থেকেই। তাঁদের অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীর। জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বার বার গুলির লড়াইয়ে জড়িয়েছে জঙ্গিরা।

বার্তা প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: 'সুপ্রিম কোর্ট জনতার আদালত-এর ভূমিকা পালন করবে ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে আদালতকে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে হবে।' শনিবার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই জানালেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, আইনি সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি বা ভুলের সমালোচনা করা উচিৎ ঠিকই কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তা দেখা উচিৎ নয়।

শনিবার গোয়ায় সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস অন রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'গত ৭৫ বছর ধরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে শীর্ষ আদালত। সেখানে এমন কিছু অসাধারণ পরিবর্তন হয়েছে যাকে এড়িয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়।' বিচারপতি বলেন, 'দিনে দিনে সমাজ আরও বড় হচ্ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে। ফলে এমন ধারণা তৈরি হতেই পারে যে আদালত শুধুমাত্র বড় বড় বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু আমাদের বিচার ব্যবস্থা এমন নয়। আমাদের আদালত জনতার আদালত এবং আমার মনে হয় আদালতের নজরেই শীর্ষ আদালতকে দেখা উচিৎ।'

কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণের খবরে শিক্ষার্থী বিক্ষোভ থেকে আটক ৩৮৮ জনকে মুক্তি

লাহোর, ১৯ অক্টোবর: পাকিস্তানের লাহোরের একটি কলেজে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের খবরের জেরে ছড়িয়ে পড়া শিক্ষার্থী বিক্ষোভ থেকে ৩৮৮ জনকে আটক করা হয়েছিল। তাঁদের সবাইকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিয়েছে আদালত। শুক্রবার এই আদেশ দেয় স্থানীয় একটি আদালত।

এর মধ্যে লাহোর থেকে আটক ৩৬৭ জনকে মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে। বাকি ২১ জনকে জামিন দিয়েছে আদালত। পঞ্জাবের একটি কলেজের বেজমেন্টে একজন নারী শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খ বর ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পাঞ্জাবের প্রাদেশিক রাজধানী লাহোরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। গতকাল রাওয়ালপিন্ডির পুলিশ কর্মকর্তা সাইদ খালিদ মাহমুদ হামদানি বলেন, গত বৃহস্পতিবার শহরে বিক্ষোভে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ৩৮৮ জনকে আটক করা হয়।

পুলিশের দাবি, বিক্ষোভকারীরা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করেছেন ও রাষ্ট্রীয় কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন। সম্পত্তির ক্ষতি ও অগ্নিসংযোগ করেছেন তাঁরা। পুলিশের গাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে পুলিশ, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রাদেশিক সরকারের দাবি, কোনও ভুক্তভোগী অভিযোগ জানাননি। অনলাইনে ভুয়া তথ্য ছড়িয়েছে বলেও দাবি তাদের।

এ ঘটনার পর বৃহস্পতিবার লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডির বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। শুক্রবার রাওয়ালপিন্ডির কোথাও কোনও শিক্ষার্থী বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেনি। পাঞ্জাবের শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে তিনটি আলাদা নোটিশে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এগুলোয় বিক্ষোভের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

পাকিস্তান সফরে লস্কর জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে দেখা জাকিরের

ইসলামাবাদ, ১৯ অক্টোবর: পাকিস্তান সফরে গিয়ে লস্কর জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন জাকির নায়েক। মাসখানেকের জন্য পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন বিতর্কিত ধর্মপ্রচারক। সেখানকার এক মসজিদে গিয়ে লস্কর-ই-তইবার তিন শীর্ষ কমান্ডার মুজাম্মিল ইকবাল হাশমি, মুহাম্মদ হ্যারিস ধার এবং ফয়জল নাদিমের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। উল্লেখ্য, এই তিনজনকেই ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তকমা দেয় আমেরিকা।

সূত্রের খবর, দিনকয়েক আগে লাহোরের বিখ্যাত বাদশাহি মসজিদে গিয়েছিলেন জাকির। সেখানে হাজির ছিলেন দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ। ওই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল বিতর্কিত ধর্মগুরুর। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যাপক প্রচার চালায় লস্কর-ই-তইবা। অনলাইনে জাকিরের হয়ে প্রচার করতে দেখা যায় লস্করের তিন শীর্ষ নেতাকে। তারপরেই লস্কর নেতাদের জড়িয়ে

ধরে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গেল বিতর্কিত ধর্মপ্রচারককে। গোটা এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল লাহোর পুলিশ।

উল্লেখ্য, চলতি মাসেই পাকিস্তানের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন জাকির। একটি সম্মেলনে পাশতুন নামে এক তরুণী তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আমি যেখানে বসবাস করি সেখানে সকলেই ধর্মপ্রাণ মুসলিম। তা সত্ত্বেও কেন শিশু ধর্ষণ, পরকীয়া, মাদকাসক্তির মতো ঘটনা ঘটছে? কেন উলেমারা এই বিষয়গুলো দূর করেন না?' পাশতুনের এই প্রশ্নেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন জাকির। ওই পাক তরুণীকে চুপ করতে বলেন। পাশতুনকে ক্ষমাও চাইতে বলেন জাকির। প্রকাশ্যে এক তরুণীকে অপমান করছেন বিতর্কিত ধর্মগুরু, সেই ভিডিও ভাইরাল হয় নেটদুনিয়ায়। জাকিরের আচরণের তুমুল নিন্দায় সরব হন নেটিজেনরা।

প্রসঙ্গত, প্রায় এক মাসের সফরে ইসলামাবাদ গিয়েছেন জাকির। ভারতের শত্রুকে অভ্যর্থনা জানাতে আয়োজনের কোনও খামতি রাখেনি শাহবাজ শরিফের সরকার। রীতিমতো রেড কার্পেটে বরণ করে নেওয়া হয় তাঁকে। পাকিস্তানে গিয়ে একাধিক অনুষ্ঠান এবং সম্মেলনে যোগ দিতে দেখা গিয়েছে জাকির নায়েককে।

ইজরায়েলের দিকে ১১৫টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ লেবাননের

বেইরুট, ১৯ অক্টোবর: লেবানন থেকে ইজরায়েলের দিকে শনিবার অন্তত ১১৫টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে উত্তর ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে। ইজরায়েলের সেনাবাহিনী এসব তথ্য জানিয়েছে।

এদিন হিজবুল্লাহর হামলার কারণে ইজরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় সাইরেন বাজানো হয়েছে। এসব হামলায় কী পরিমাণ হতাহত, ভবন বা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তা জানা যায়নি। তবে এদিন সকালে ইজরায়েলের সিজারিয়া শহরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাসভবনে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইজরায়েলের রাজধানী তেল আবিবের উত্তরে সিজারিয়ায় নেতানিয়াহুর বাসভবনে লেবানন থেকে উড়ে আসা একটি ড্রোন এদিন ওই আঘাত হানে বলে জানান তাঁর মুখপাত্র। এ বিষয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়, সিজারিয়াতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে একটি ড্রোন আঘাত

হেনেছে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী সেখানে ছিলেন না। এ ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) বরাতে বিবিসি জানায়, এদিন সকাল থেকে হাইফা সহ উত্তর ইজরায়েলের কয়েকটি শহরে লেবানন থেকে ৫০টির বেশি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিছু রকেট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার আগেই প্রতিহত করা হয়েছে। জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে ইজরায়েলি হামলার পরবর্তী দৃশ্য। উত্তর গাজার গাজা নগরীর আল-শাতি শরণার্থী শিবিরে।

গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলের হামলা অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার উত্তর গাজার জালাবিয়াতে ইজরায়েলের বিমান হামলায় অন্তত ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৮৫ জন। উপত্যকাটির ইন্দোনেশিয়া হাসপাতালেও ইসরায়েলি সেনারা 'ব্যাপক গুলি' চালিয়েছে বলে জানিয়েছে হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

মধ্য গাজার আল-মাগাজি শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে। দক্ষিণ লেবাননের বিনতে জবিল এলাকায় হিজবুল্লাহর উপ কমান্ডারকে হত্যার দাবি করেছে আইডিএফ। কিন্তু হিজবুল্লাহ তাৎক্ষণিক ভাবে এ বিষয়ে মন্তব্য করেনি।

গত বুধবার গাজার দক্ষিণাঞ্চলের রাফায় ইজরায়েলি সেনাদের নিয়মিত অভিযানে নিহত হন হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার। তিনি নিহত হওয়ার পর গাজা যুদ্ধ শেষে শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। কিন্তু সিনওয়ারের মৃত্যুর পর ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি বলেছেন, হামাস 'জীবিত, ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে।' হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্যমতে, ইসরায়েলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৪২ হাজার ৫১৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯৯ হাজার ৬৩৭ জন।

৫৪ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ভারত ৪৬২, ছোট লক্ষ্যই পেল নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরফরাজ খান এবং ঋষভ পন্থের ১৭৭ রানের জুটি। মুম্বইকরের ব্যাট থেকে এল ১৫০ রানের ইনিংস। দিল্লির উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের শতরান হাতছাড়া হল মাত্র ১ রানের জন্য। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ২২ গজে দুই তরুণের লড়াই টেস্ট ক্রিকেটের মৃতসঞ্জীবনী হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। রোহিত শর্মার দল প্রথম টেস্টে নিউ জল্যিান্ডকে হারাতে পারবেন কি না, তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে ম্যাচের প্রথম ২৫ ওভারে ভেন্টিলেশনে চলে যাওয়া টেস্টের হৃৎস্পন্দন ফিরিয়ে এনেছেন সরফরাজ এবং পন্থ।

প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অল আউট হয়ে এবং পরে ৩৫৬ রানে পিছিয়ে থাকে একটা দল প্রতিপক্ষকে জেতার জন্য ১০৭ রানের লক্ষ্য দিয়েছে। যা প্রমাণ করে, হারার আগে হাল ছাড়তে নারাজ রোহিতের দল। দু'দলের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর রোহিতদের পরিস্থিতিতে পড়লে অনেক দলই হয়তো চাপে কুঁকড়ে যেতে পারে। ভারতের এই দলের মানসিকতা অন্য রকম। ম্যাচের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার চেষ্টা করে। পাহাড়প্রমাণ চাপের মুখে রুখে দাঁড়াতে পারে। প্রতিপক্ষকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেয় না। বরং চাপে রাখে। রোহিত ব্যাট হাতে ৫২ রান করে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। বিরাট কোহলি এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ৭০ রান করে ফর্মে ফেরেন। প্রথম একাদশে অনিয়মিত সরফরাজ ১৫০ রানের ইনিংস খেলে দেন। হাঁটুতে চোট পাওয়া, অস্ত্রোপচার হওয়া পন্থের ৯৯ রানের অদম্য লড়াই প্রতিপক্ষকে পাল্টা চাপে ফেলে দেয়। লোকেশ রাহুল (১২), রবীন্দ্র জাডেজা (৫), রবিচন্দ্রন অশ্বিনেরা (১৫) ব্যাট হাতে খানিকটা সময় ২২ গজে কাটাতে পারলে সফরকারীদের সমস্যায় ফেলে দেওয়া যেতে পারত।

ব্যাট করার সময় সরফরাজ, পন্থদের দেখে মনেই হচ্ছিল না, তাঁরা ম্যাচ বাঁচানোর জন্য ব্যাটিং করছেন। সহজ, সাবলীল, আগ্রাসী ক্রিকেট। টিম সাউদিকে হাঁটু মুড়ে মারা পন্থের সুইপ স্টেডিয়ামের চালে গিয়ে পড়ার পর বিস্মিত হন ২২ গজের অপর প্রান্তে থাকা রাহুল। বিস্মিত হন নিউ জল্যিান্ডের ক্রিকেটারেরাও। এই পন্থই নাকি হাঁটুতে চোট পাওয়ায় উইকেট রক্ষা করতে পারছেন না! পন্থ নিশ্চিত শতরানটা মাঠে ফেলে এলেন ১০৫ বলে ৯৯ রান করে। ৯টি চার এবং ৫টি ছক্কা দিয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসে ছিল প্রতিপক্ষকে কৌশলগত ভাবে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার মানসিকতা। সরফরাজ ১৯৫ বলে ১৫০ রানের ইনিংস খেলে বুঝিয়ে দিলেন রোহিত-কোহলি পরবর্তী সময়েও ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কাঁধ চওড়াই থাকবে। ১৮টি চার এবং ৩টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে টেস্টের চিরাচরিত ঠুকঠুকে ব্যাপার নেই। ভাল বলকে যেমন সমীহ করেছেন, তেমন খারাপ বলকে মাঠের বাইরে পাঠাতে দ্বিধায় ভোগেননি। হলেনই বা প্রথম একাদশে অনিয়মিত! ধারাবাহিকতার অভাব নেই সরফরাজরে। একটা সময় পর্যন্ত তাঁকে নির্বাচন করা নিয়ে দ্বিধা ছিল জাতীয় নির্বাচকদের। ২৬ বছরের তরুণের ব্যাটিং দ্বিধাহীন। প্রবল চাপের মুখেও সাবলীল। নিউ জল্যিান্ডের সফলতম বোলার উইলিয়াম ও'রকি ৩ উইকেট পেয়েছেন ৯২ রান খরচ করে। ম্যাট হেনরি ৩ উইকেট পেয়েছেন ১০২ রান খরচ করে। সরফরাজ-পন্থ জুটির সামনে তাঁদের খানিকটা অসহায়ই দেখিয়েছে।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৪৬২ রানের শেষ হওয়ার পর জয়ের জন্য নিউ জল্যিান্ডের প্রয়োজন ১০৭ রান। পুরো রানটাই তুলতে হবে ম্যাচের পঞ্চম দিন। জয় ছিনিয়ে নিতে রবিবার ভারতের দরকার ১০ উইকেট। নিউ জল্যিান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে চার বল হওয়ার পরই খারাপ আলোর জন্য খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন আম্পায়ারেরা। কয়েক মিনিট পরই বৃষ্টি শুরু হয়। দিনের খেলা শেষ করতে বাধ্য হন তাঁরা। যদিও খেলা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত খুশি করতে পারেনি ভারতীয় শিবিরকে। রোহিত, বিরাটেরা আপত্তি জানান। তাঁদের অসন্তুষ্ট দেখিয়েছে। আম্পায়ারদের সঙ্গে হালকা বাদানুবাদে জড়িয়েছেন। সেই উত্তাপে জল ঢেলে দিয়েছে বৃষ্টি। পরতে পরতে রংঅ বদলানো টেস্টের ফলাফলেও কি জল ঢালবে বৃষ্টি? দু'দলেরই চোখ আকাশের দিকে।

সব কিছু ঠিক থাকলে বাকি দায়িত্বটা যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদবদের। বেঙ্গালুরুর পঞ্চম দিনের পিচে দুই তরুণের লড়াইয়ের দাম দিতে পারবেন ভারতের বোলারেরা?

জেমি -দিমির মস্তানিতে ডার্বি পালতোলা নৌকার, টানা ৫ ম্যাচ হারল মশালবাহিনী!

আইএসএল-এর কলকাতার ডার্বিতেও আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদ ব্যানার।

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার কলকাতা ডার্বি শুরু হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যা ৭.৩০টায়। তার অনেক আগে, সকাল ১০টাতেই মেট্রোয় এক সমর্থক ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরে উঠে পড়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় জানালেন, ডার্বির জন্য সারা দিন কোনও কাজ করবেন না। যাদবপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে খেলা দেখতে যাবেন। তিনি শেষ পর্যন্ত যুবভারতীতে এসেছিলেন কি না জানা নেই। এলে বাকি ২০ হাজার লাল-হলুদ সমর্থকের মতো আবারও আশাহত হয়ে ফিরতে হবে তাঁকে। কলকাতা ডার্বি আবার জিতল মোহনবাগান। শনিবার জেমি-দিমি জুটিতে ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ হারাল তারা। আইএসএলে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথম জয় অধরাই থাকল ইস্টবেঙ্গলের। ন'বারের সাক্ষাতে হার আট বার, ড্র এক বার।

জয়ের ফলে আইএসএলের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল মোহনবাগান। পাঁচ ম্যাচে দশ পয়েন্ট হল তাঁদের। পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিই হেরে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল রয়ে গেল সবার শেষেই। ম্যাচের শেষে যখন মোহনবাগান দল গ্যালারির কাছে গিয়ে সমর্থকদের অভিবাদন গ্রহণ করছে, তখন ইস্টবেঙ্গলের ডাগআউটে নিবিড় আলোচনা করতে দেখা গেল ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ এবং সহকারী বিনো জর্জকে। পরের সাক্ষাতে মোহনবাগানকে হারানোর সঙ্কল্পই কি নিলেন তাঁরা?

যে ফর্মে মোহনবাগান ছিল তাতে তাদের হারাতে গেলে যে নিজেদের ছাপিয়ে যেতে হবে এটা ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা জানতেন। কিন্তু দু'-একজন বাদে মাঠে কারও মধ্যে সেই চেষ্টা দেখা গেল না। সেই পুরনো রোগেই বার বার ভুগল ইস্টবেঙ্গল। ব্রুজোঁর হাতে পড়ে এই দল বদলে যেতে পারে হয়তো। তবে অনেক খাটতে হবে স্পেনীয় কোচকে। সবচেয়ে বড় কথা, দলের মানসিকতার আমূল বদল দরকার।

আধুনিক ফুটবলে দুই সাইডব্যাকের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁরা যেমন দুই প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ করতে সাহায্য করেন তেমনই রক্ষণে এসে বিপক্ষের আক্রমণও সামলান। শনিবার ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের দুই প্রান্তেই দুর্বলতা লক্ষ করা গিয়েছে। মহম্মদ রাকিপ এবং প্রভাত লাকরা ছিলেন সাইডব্যাক। এঁদের মধ্যে লাকরার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তাঁর প্রান্ত দিয়ে বার বার আক্রমণ হল। এমনকি ম্যাচের প্রথম গোলটিও তাঁর দিক থেকেই। মোহনবাগানের মনবীর সিংহ গতি এবং দক্ষতায় বার বার হারিয়ে দিলেন লাকরাকে। ডান দিক থেকে মনবীরের পাসে যখন ম্যাকলারেন গোল করলেন তখন লাকরা ধারেকাছেই নেই। উল্টো দিকে রাকিপও বলার মতো কিছু করতে পারেননি।

লাল-হলুদের নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোঁর চান তাঁর দল পায়ে বল রেখে খেলুক। শনিবার মোহনবাগান সেটাই করতে দেয়নি। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা বল ধরতে এলেই চারদিক থেকে ছুটে আসছিলেন মোহনবাগানের ফুটবলারেরা। ছোঁ মেরে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ফলে নিজেদের স্বাভাবিক খেলাই খেলতে পারলেন না ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা। নিজেদের মধ্যে তিন-চারটি পাস খেলতে গিয়েও গলদঘর্ম হতে হয়। তুলনায় মোহনবাগানের ফুটবলারেরা অনেক বেশি পাস খেললেন।

ম্যাকলারেন গোল করার আগেই এগিয়ে যেতে পারত মোহনবাগান। বাঁ দিকে তোলা লিস্টন কোলাসোর ক্রসে জোরালো হেডে গোল করে ফেলেছিলেন মনবীর। তবে লাইন্সম্যান অফসাইড দেন। মনবীর বিশ্বাসই করতে পারেননি। রিপ্লে-তে দেখা যায়, একা মনবীর নন, অফসাইডে ছিলেন টম অলড্রেডও। তাঁর সঙ্গে বলের সংযোগই হয়নি। যে সমান্তরাল রেখা দিয়ে অফসাইড মাপা হয় সেখানে মনবীরের কাঁধ বেরিয়ে ছিল।

১২ কোটি টাকা খরচ করে বিস্তর টালবাহানার পর নেওয়া হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার 'এ লিগে'র ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা ম্যাকলারেনকে। মহমেডানের পর ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে নিজের খেলায় ম্যাকলারেন বুঝিয়ে দিলেন, টাকা নষ্ট করেনি মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। যে কোনও স্ট্রাইকারের গুণ বোঝা যায় তাঁর পজিশনিংয়ে। সে দিক থেকে জেসন কামিংস এবং দিমিত্রি পেত্রাতোসকে টেক্কা দেবেন অসি ফুটবলার। প্রথমার্ধে মোহনবাগান বার বার ডান দিক থেকে যখন আক্রমণ করছিল প্রতি বারই সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছিলেন তিনি। ১৮ মিনিটের মাথায় মনবীরের পাসে শট নিয়েছিলেন ম্যাকলারেন। তা সরাসরি বিপক্ষ গোলকিপার প্রভসুখন গিলের হাতে জমা পড়ে। তার কিছু ক্ষণ পরে বাঁ পায়ের শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। কাঙ্ক্ষিত গোল পান ৪১ মিনিটে। এ বারও সেই ডান দিক থেকে মনবীর বল রেখেছিলেন। তবে যে ভাবে আনোয়ার এবং হেক্টর ইয়ুস্তের মাঝখান থেকে ঢুকে পড়ে প্রথম টাচেই বল ডালে জড়ালেন ম্যাকলারেন, তা গোলসন্ধানী জাত স্ট্রাইকারের পক্ষেই সম্ভব।

আগের ম্যাচে দেবজিৎ মজুমদারকে খেলানো হয়েছিলেন গোলকিপার হিসাবে। ডাগআউটে ছিলেন প্রভসুখন। ডার্বিতে তাঁকে ফেরানো হয় প্রথম একাদশে। দিনের শেষে নায়ক এবং খলনায়ক দুই বিশেষণই বসানো যায় তাঁর নামের পাশে। নায়ক কারণ প্রথমার্ধে তিনি নিশ্চিত দু'বার গোল বাঁচিয়েছেন তিনি। প্রথম বার ম্যাকলারেনের শট বাঁচান। যদিও সে ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায় হয়েছে ভাগ্য। দ্বিতীয় বার তিনি মনবীরের হেড ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচান।

আবারও নড়বড়ে নব্বইয়ে কাটা ঋষভ পন্ত, বিশ্ব রেকর্ড ডাকছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন,স্ট্রাইকে থাকা লোকেশ রাহুল হতাশায় ব্যাটে ভর দিয়ে বসেই পড়লেন। ড্রেসিংরুমে বসে থাকা মোহাম্মদ সিরাজ দুই হাতে ঢাকলেন মুখ। আর পুরো গ্যালারি তখন স্তব্ধ, কোনো শব্দ নেই। এর মধ্যেই ভীষণ অনিচ্ছায় শরীর টানতে টানতে পিচ ছাড়লেন ঋষভ পন্ত। টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠেছে;পন্ত বোল্ড ও'রুর্ক ৯৯।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে পন্ত ফিরেছেন সেঞ্চুরি থেকে ১ রান দূরে থেকে। অথচ উইলিয়াম ও'রুর্কের ভেতরে ঢোকা উঠতি বলটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতেই খেলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যাটে লেগে বল আঘাত হানল লেগ স্টাম্পে। আরও একবার পন্তকে ফিরতে হলো নড়বড়ে নব্বইয়ের ঘরে।

'আরও একবার' বলার কারণ, এ নিয়ে সপ্তমবার টেস্টে নব্বইয়ের ঘরে আউট হলেন ভারতের বাঁহাতি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। এখনো খেলছেন, এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে পন্তের মতো এতে বেশি 'নড়বড়ে নব্বইয়ের' শিকার আর কেউই নেই।

পন্তের ক্যারিয়ার খুব বেশি দিনের নয়। ২০১৮ সালে অভিষিক্ত এই ব্যাটসম্যান মাঝে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর দেড় বছর টেস্ট খেলতে পারেননি। সব মিলিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুতে যে ম্যাচটি খেলছেন, সেটি তাঁর ৩৬তম টেস্ট। এই স্বল্প টেস্টের ক্যারিয়ারে সেঞ্চুরি করেছেন ৬টি, কিন্তু 'নড়বড়ে নব্বই' হয়ে গেছে ৭টি।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১০ বার নব্বইয়ের ঘরে আউটের যন্ত্রণা সইতে হয়েছে স্টিভ ওয়াহ, রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন টেন্ডুলকারকে। অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল স্ল্যাটার হয়েছেন ৯ বার। আর আটবার নব্বইয়ে আটকা পড়েছিলেন আলভিন কালীচরণ, এবি ডি ভিলিয়ার্স ও ইনজামাম,উল, হক। পন্ত আছেন ৭ বার আউট হওয়া ম্যাথু হেইডেন ও অ্যালিস্টার কুকের সঙ্গে।

তবে এই ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দুজন ছাড়া বাকি সবাই ২০০ বা এর কাছাকাছি ইনিংস খেলেছেন। যে দুজন কম খেলেছেন, সেই স্ল্যাটারের টেস্ট ইনিংস ১৩১টি, কালীচরণের ১০৯। অথচ পন্ত এখন পর্যন্ত খেলেছেনই মোটে ৬২ ইনিংস; প্রায় অর্ধেক! অর্থাৎ পন্তের নব্বইয়ের ঘরে আউটের 'স্ট্রাইক রেট' অন্যদের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি।

২৭ বছর বয়সী পন্ত যে গতিতে 'ছুটছেন', তাতে যে তিনি 'নড়বড়ে নব্বই'য়ে অন্যদের ছাড়িয়ে যাবেন, সে তো সহজেই অনুমেয়। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরনই এমন সম্ভাবনা 'উজ্জ্বল' করে তুলছে। নামের পাশে রান ০ হোক বা ৯৯, পন্ত ব্যাট চালান আপন গতিতে। আর সেটি করতে গিয়েই ৬২ ইনিংসের ক্যারিয়ারে জমিয়ে ফেলেছেন ৭টি 'নব্বই'।

ব্যাট হাতে রান আর গ্লাভস হাতে ডিসমিসালসের রেকর্ড তো তিনি গড়বেনই, কিন্তু নব্বইয়ে আটকে যাওয়ার রেকর্ডটিও যে পন্তই গড়তে যাচ্ছেন, তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে!

পাকিস্তানে খেলে ভারতকে সেদিনই দেশে ফেরার প্রস্তাব দিয়েছে পিসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের জন্য এবার নতুন এক প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকলে প্রতি ম্যাচ শেষে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ম্যাচের দিনই দেশে ফেরার ব্যবস্থা করার কথা নাকি বিসিসিআইকে জানিয়েছে পিসিবি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের বরাতে এমন খবর জানিয়েছে ভারতের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

সে ক্ষেত্রে দিল্লি, চণ্ডীগড় কিংবা মোহালিতে ভারত ক্যাম্প করবে। সেখান থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটে ম্যাচের ভেন্যু লাহোরে যাবে ভারত। ম্যাচ শেষে ফিরবে ক্যাম্পে। তবে এই প্রস্তাব এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআইকে দেয়নি পিসিবি, সেটি নিশ্চিত করেছেন পিসিবিরই একটি সূত্র।

পিসিবির সেই সূত্র পিটিআইকে বলেছে, 'ভারত তাদের ম্যাচগুলো পাকিস্তানের মাটিতে খেলুক;এটা নিশ্চিতের জন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন বিকল্প নিয়ে কথা হয়েছে, এটা সত্য।'

কয়েক দিন আগে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) জানিয়েছিল, ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে পাকিস্তানে না গেলে টুর্নামেন্টটি 'হাইব্রিড মডেলে' হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২০২৩ এশিয়া কাপে এই মডেল অনুসরণ করা হয়েছিল। সেবার বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে শেষ পর্যন্ত ভারতের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়। এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ক্ষেত্রেও বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত একই থাকলে 'হাইব্রিড মডেলে' টুর্নামেন্টের একটি অংশের খেলা হতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরাত বা শ্রীলঙ্কায়।

তবে পাকিস্তান এই মডেলের বিপক্ষে। তারা নিজেদের মতো করে ঘরের মাঠে পুরো টুর্নামেন্ট আয়োজন করার খসড়া সূচি প্রস্তুত করেছে। সেই সূচি অনুযায়ী, ভারতের সব কটি খেলা হবে লাহোরে। নিরাপত্তাঝুঁকি এড়াতেই ভারতের সব কটি ম্যাচ এক ভেন্যুতে রেখেছে পিসিবি।

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পরবর্তী আসর শুরু হবে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ২০০৮ সালের পর ভারত আর পাকিস্তান সফরে যায়নি। ভারত সরকারের অনুমোদন না থাকায় ২০১২-১৩ মৌসুমের পর দ্বিপক্ষীয় সিরিজও খেলেনি দুই দল। তবে আইসিসির টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয় দুই প্রতিবেশী।

টেস্ট ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ছক্কার 'সেঞ্চুরি' ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেঙ্গালুরু টেস্টে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০তম ওভারের প্রথম বল। ডাউন দ্য উইকেট এসে এজাজ প্যাটেলকে লং অফ দিয়ে ছক্কা মারেন বিরাট কোহলি। এর মধ্য দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৭ বছরের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে এক বর্ষপঞ্জিতে ১০০ ছক্কা মারার মাইলফলক গড়েছে ভারত।

চলতি বছর এ পর্যন্ত ৯ টেস্ট খেলা ভারতের ছক্কাসংখ্যা ১০২। এর আগে টেস্টে এক বর্ষপঞ্জিতে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ডটি ছিল ইংল্যান্ডের। ২০২১ সালে ভারতেরই গড়া ৮৭ ছক্কা পেরিয়ে পরের বছর ৮৯ ছক্কা মারে ইংল্যান্ড। ১ অক্টোবর শেষ হওয়া বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের সেই রেকর্ড পেরিয়ে যায় ভারত। শীর্ষ পাঁচে পরের দুটি জায়গা নিউজিল্যান্ডের। ২০১৪ সালে ৮১ ছক্কা ও ২০১৩ সালে ৭১ ছক্কা মেরেছে কিউইরা।

এ বছর ছক্কাসংখ্যায় ভারতের ধারেকাছেও কেউ নেই। ১৩ ম্যাচে ৬৮ ছক্কা নিয়ে দুইয়ে ইংল্যান্ড। পঞ্চাশের ওপরে ছক্কা আছে আর একটি দলের। ৭ ম্যাচে ৬৩ ছক্কা মেরেছে নিউজিল্যান্ড। এরপর যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা (৮ ম্যাচে ৪৫), পাকিস্তান (৫ ম্যাচে ৩৩), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৭ ম্যাচে ২৮) ও বাংলাদেশ (৬ ম্যাচে ২৫)।

অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই তালিকায় বাংলাদেশের পেছনে। ৫ ম্যাচে ২১ ছক্কা মেরেছে অস্ট্রেলিয়া। সমান ম্যাচে ১৯ ছক্কা দক্ষিণ আফ্রিকার। ২টি করে টেস্ট খেলা আফগানিস্তান (৫ ছক্কা) ও আয়ারল্যান্ডের (২ ছক্কা) সঙ্গে এই তালিকায় বাকি দলগুলোর সঙ্গে তুলনার সুযোগ নেই। ১টি টেস্ট খেলা জিম্বাবুয়ে ছক্কা মারতে পারেনি।

ওয়ানডেতে এ বছর ছক্কাসংখ্যায় সবার ওপরে কানাডা। ১৫ ম্যাচে ৭০ ছক্কা মেরেছে তারা। ১২ ম্যাচে ৬৬ ছক্কা নিয়ে দুইয়ে শ্রীলঙ্কা। নেপাল ও নামিবিয়া এই সংস্করণে এ বছর অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছে; যদিও নেপাল ও নামিবিয়া অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের চেয়ে ম্যাচ খেলেছে বেশি। ১০ ম্যাচে ৫৭ ছক্কা নেপালের, ১২ ম্যাচে ৫৪ ছক্কা নামিবিয়ার। ৮ ম্যাচে ৫৩ ছক্কা নিয়ে তালিকার পাঁচে অস্ট্রেলিয়া। সমান ম্যাচে ৫০ ছক্কা আফগানিস্তানের। ৫ ম্যাচে ৪৩ ছক্কা নিয়ে তারপরই ইংল্যান্ড। এ বছর ৩টি ওয়ানডে খেলা বাংলাদেশের ছক্কাসংখ্যা ১৯। সমান ম্যাচ খেলা ভারতের ছক্কাসংখ্যা ১৬।

টি-টোয়েন্টিতে এ বছর ছক্কা মারায় এখন পর্যন্ত এগিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯ ম্যাচে ১৮৬ ছক্কা মেরেছে ক্যারিবিয়ানরা। ২২ ম্যাচে ১৮৪ ছক্কা নিয়ে দুইয়ে ভারত। ১৭২ ছক্কা নিয়ে তিনে ২৮ ম্যাচ খেলা হংকং। অস্ট্রেলিয়া ১৮ ম্যাচে ১৫৭ ছক্কা নিয়ে চতুর্থ। এ বছর এখন পর্যন্ত এই সংস্করণে ছক্কা মারায় ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। ২১ ম্যাচে ৯৯ ছক্কা বাংলাদেশের। ১২টি দল এ বছর এখন পর্যন্ত ন্যূনতম ১০০টি ছক্কা মেরেছে। এর মধ্যে টেস্ট খেলুড়ে দেশ পাঁচটি। ১৭ ম্যাচে ৯৬ ছক্কা নিউজিল্যান্ডের। ১২ ম্যাচে ৬৭ ছক্কা মেরেছে ইংল্যান্ড।

তিন সংস্করণ মিলিয়ে এ বছর এখন পর্যন্ত একমাত্র দল হিসেবে অন্তত তিন শ ছক্কা মেরেছে ভারত। ৩৪ ম্যাচে তাদের ছক্কাসংখ্যা ৩০২। অস্ট্রেলিয়া ৩১ ম্যাচে ২৩১ ছক্কা নিয়ে দুইয়ে। ২৯ ম্যাচে ২২০ ছক্কা নিয়ে তিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশ ৩০ ম্যাচে ১৪৩ ছক্কা নিয়ে বেশ পিছিয়ে। টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর মধ্যে শুধু আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের চেয়ে এ বছর ছক্কা মারায় এগিয়ে বাংলাদেশ। ২১ ম্যাচে ৯৫ ছক্কা মেরেছে আয়ারল্যান্ড। ১৭ ম্যাচে ৫৭ ছক্কা জিম্বাবুয়ের।

বাবর নেই, তাই পাকিস্তান জিতেছে; এমন ভাবনার বিপক্ষে আমির

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠে নেই, তবু আলোচনায় বাবর আজম। বাবর খেললে পাকিস্তানের যেকোনো হারে সবার আগে দায়টা তাঁর ঘাড়েই চাপত। তবে মুলতান টেস্টে পাকিস্তানের জয়ের পরও বাবরকে নিয়ে পড়েছেন অনেকেই।

বাবর তো এই টেস্টে দলে ছিলেন না। অনেকে তাই রসিকতাসুলভ খোঁচার সুরে বলছেন, বাবর নেই বলেই জিতেছে পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের পেসার মোহাম্মদ আমির এই সময়ে বাবরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমন কিছু না ভাবার আহ্বান জানিয়েছেন সবাইকে।

পাকিস্তান ক্রিকেটে বাবরের কঠোর সমালোচক হিসেবে আমিরের নাম শোনা যায়। পাকিস্তানের টেলিভিশন অনুষ্ঠানে টি-টোয়েন্টি দলে বাবরের জায়গা নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন আমির। ২০২৩ বিশ্বকাপেও দলের ব্যর্থতার দায় আমির দিয়েছিলেন বাবরকে। তবে এবার আমিরের অন্য রূপই দেখা গেল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বাবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমির লিখেছেন, 'বাবর দলে নেই, অন্য কেউ দলে নেই, তাই দল জিতেছে। দয়া করে এই ধরনের নোংরা চিন্তাভাবনা বাদ দিন। আমাদের পরিকল্পনা ভালো ছিল, ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে খেলেছি, তাই জিতেছি। নিজেদের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত আক্রমণ না করি, পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলি, তবে ব্যক্তিগত কিছু না বলি।'

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া জয়টি ঘরের মাঠে পাকিস্তানের ৩ বছর ৮ মাস পর প্রথম টেস্ট জয়, যে জয়ের মূল কারিগর দুই স্পিনার সাজিদ খান ও নোমান আলী। এই দুই স্পিনারই ইংল্যান্ডের ২০ উইকেট নিয়েছেন। টেস্টে ১৪৭ বছরের ইতিহাসে এক ম্যাচে ২ বোলার মিলে প্রতিপক্ষের সব কটি উইকেট নেওয়ার সপ্তম ঘটনা এটি, একবিংশ শতাব্দীতে প্রথম। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, উইকেট স্পিনারদের কতটা সুবিধা দিয়েছে।

মুলতান প্রথম টেস্ট ও দ্বিতীয় টেস্ট একই উইকেটে খেলেছে পাকিস্তান। মানে গতকাল এটি ছিল নবম দিনের উইকেট। ইংল্যান্ডের ২০ উইকেট নেওয়ার জন্যই মূলত এই ধরনের উইকেটে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তান।

যেটা কাল ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনেও শান মাসুদই বলেছিলেন, 'যখন নির্বাচক কমিটির সঙ্গে কথা হয়েছে, সবাই একটা বিষয়েই উদ্বিগ্ন ছিল;২০ উইকেট কীভাবে নেওয়া যায়। আমার অধীনে আমরা মাত্র একবার ২০ উইকেট নিয়েছি। কন্ডিশন দেখার পর বুঝতে পেরেছি ব্যবহার করা উইকেটে খেললে স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পেতে পারে। তাই আমরা ভাবলাম, এমন আলাদা কিছুর চেষ্টা কেন নয়?'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**